বর্ষ ৩, খণ্ড ১১

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১-১৫ ডিসেম্বর, ২০২২
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

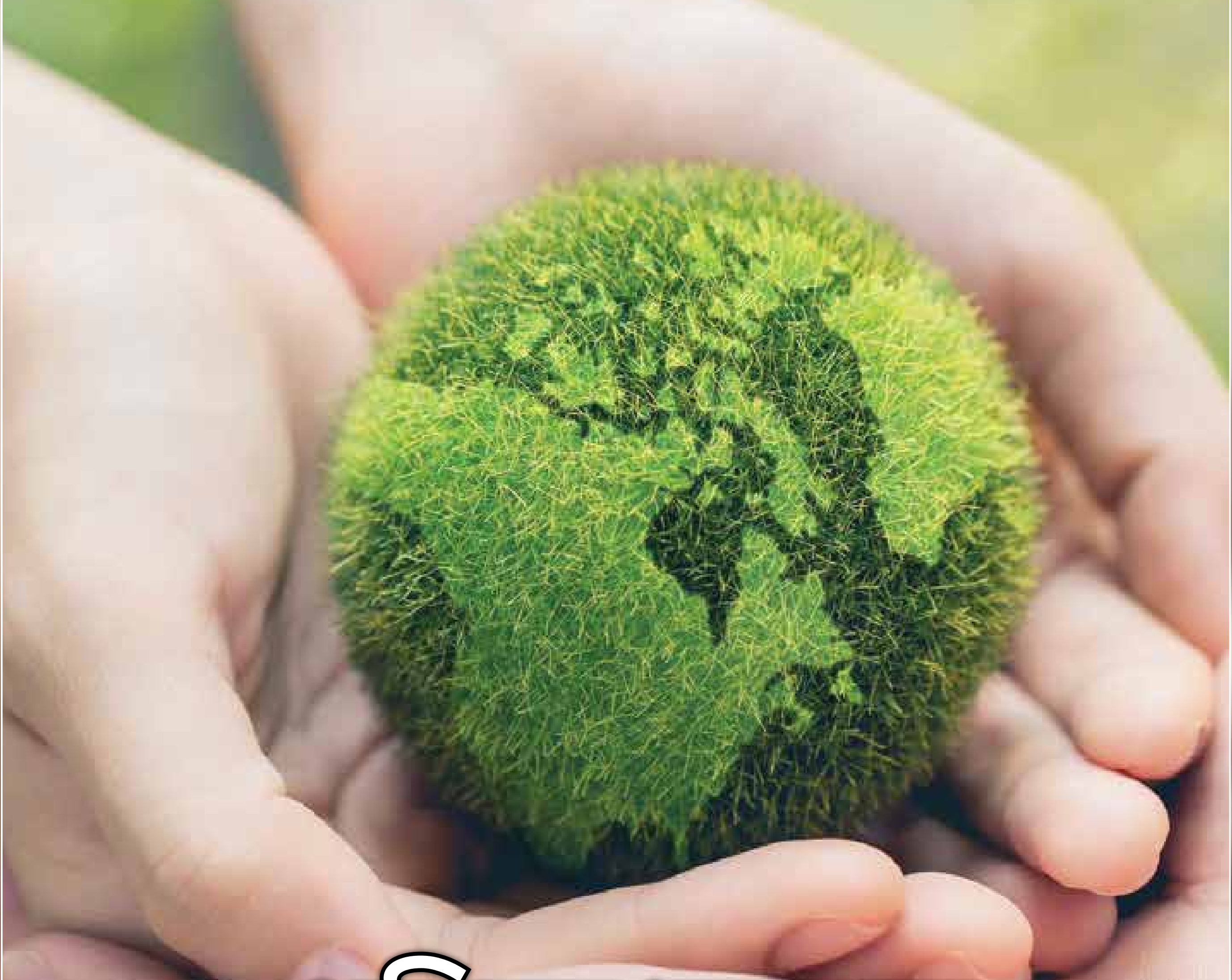

পরিবেশবান্ধব জীবনধারা

'মিশন লাইফ'-এর মাধ্যমে, ভারত প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ঐতিহ্য রক্ষা করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকটগুলি সমাধান করতে বিশ্বকে নতুন পথ দেখাচ্ছে।

সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস: ৭ ডিসেম্বর

ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিন

যে কোনও পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সৈন্যরা দেশের সম্মান ও সুরক্ষার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকেন। কর্তব্য পালনে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি সারা দেশ ঋণী। একইভাবে, সৈন্য, শহীদ এবং তাঁদের পরিবারের কল্যাণে প্রতি বছর ৭ ডিসেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস পালিত হয়। তিনটি বাহিনীই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং নাগরিকদের মধ্যে ছোট পতাকা বিতরণের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করা হয়। এই অর্থ পতাকা দিবসের তহবিলে জমা করা হয়। এই দিবস উদযাপন যুদ্ধে অক্ষম সৈনিক, সাহসী নারী এবং শহীদ পরিবারের যত্ন নেওয়ার জন্য নাগরিকদের দায়িত্ব পালনের একটি অন্যতম উপায়। তাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন...

সরকার সেনা সদস্যদের জন্য ১৯৪৯ সালের ২৮ আগস্ট একটি কমিটি গঠন করে, সেই কমিটি সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস পালনের জন্য ৭ ডিসেম্বর দিনটিকে বেছে নেয়।

এদিন গাড়িতে পতাকা ও প্রতীক পতাকা বিতরণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

সংগৃহীত অর্থ দিয়ে, শহীদ সৈনিক, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন এবং চাকরিরত সৈনিকদের পরিবার এবং তাঁদের উপর নির্ভরশীলদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা প্রকল্পগুলি পরিচালিত হয়।

সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। ভারত তাঁদের বীরত্ব ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের জন্য গর্বিত। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর কল্যাণে অবদান রাখুন; আপনার উদারতা আমাদের অনেক সাহসী সৈনিক এবং তাঁদের পরিবারকে সহায়তা করবে, তাঁদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার

বর্ষ ৩, খণ্ড ১১ ১-১৫ ডিসেম্বর, ২০২২

প্রধান সম্পাদক
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

বরিষ্ঠ পরামর্শ সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
বিভোর শর্মা

সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
চন্দন কুমার চৌধুরী
অখিলেশ কুমার

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি),
জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংরেজি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু),
পৌলমী রক্ষিত (বাংলা)

বরিষ্ঠ পরিকল্পক
শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

পরিকল্পক
দিব্যা তলোয়ার,
অভয় গুপ্ত

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের আর্কাইভ সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

@NISPIBIndia - এই টুইটার হ্যান্ডেলটি অনুসরণ করুন।

ভিতরের পাতায়

‘মিশন লাইফ’ মন্ত্র আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে

প্রচ্ছদ নিবন্ধ | মিশন লাইফের অর্থ হল সহজ পথে বৃহৎ লক্ষ্যপূরণ, যা এখন সারা বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। সিওপি২৭-এ ভারত শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য রোডম্যাপ প্রস্তুত করেছে। ১২-২২

প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ ভারত সফর

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ২৮-৩১

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

দেশের বীর সন্তানদের ধৈর্য এবং সাহসের ফলে স্বাধীনতার স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছিল। ৩৬-৩৯

সংবাদ সংক্ষেপ। ৪-৫

দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ
সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। ৬-৭

দরিদ্র মানুষদের হাতে পাকা বাড়ির চাবি তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ৮-৯

জি-২০-এ সভাপতির আসনে ভারত
১ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩। ১০-১১

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত
সার আরও সস্তা হয়েছে, ইথানলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৩-২৪

সুগম্য ভারত অভিযান
দিবাঙ্গদের ক্ষমতায়ন। ২৫-২৭

কর্ণাটকে বিনিয়োগকারীদের সমাবেশ
বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও, ভারত আশার আলো হয়ে উঠেছে। ৩২-৩৩

মানগড় ধাম
আদিবাসী নায়কদের ধৈর্য, ত্যাগ এবং দেশপ্রেমের নিদর্শন। ৩৪-৩৫

ব্যক্তিত্ব- সুব্রাহ্মণিয়া ভারতী। ৪০

প্রকাশিত ও মুদ্রিত: মণীশ দেশাই, মহা নির্দেশক, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন
ইনফিনিটি অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, এফবিডি- ওয়ান কর্পোরেট পার্ক, দশম তল, ফরিদাবাদ- ১২১০০৩
যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল রুম নম্বর: ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩ **ইমেল:** response-nis@pib.gov.in **RNI No. :** DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের কলমে...

'মিশন লাইফ'-এর মাধ্যমে ভারত আশার পথ দেখিয়েছে

সুধী পাঠকবৃন্দ,

বিশ্বের সকল দেশগুলি সিওপি-২৭ নিয়ে আলোচনা করছে, তখন ভারত 'মিশন লাইফ'-এর আকারে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। গত কয়েক দশকে বিশ্ব অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কোথাও হিমবাহ গলে যাচ্ছে, আবার কোথাও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো কোনো নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। এমতাবস্থায় পরিবেশের বিষয়টি শুধু নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ফেলে রাখা যাবে না। এর জন্য পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা গ্রহণ করা প্রয়োজন। গত বছর গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত সিওপি-২৬ সভায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'লাইফ' অর্থাৎ পরিবেশের জন্য আদর্শ জীবনধারা গ্রহণের মন্ত্র উপস্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মিশন লাইফ'-এর সূচনা করেছেন, যাতে প্রতিটি দেশ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখতে পারে। 'মিশন লাইফ' আমাদের শেখায় যে আমরা সবাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশ রক্ষার জন্য অনেক কিছু করতে পারি। আমাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে পরিবেশ রক্ষা করার কথা বলে 'মিশন লাইফ'।

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে পারি। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতি পূজার ঐতিহ্য রয়েছে। 'মিশন লাইফ' পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি, সেই সকল জীবনধারাকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যা আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব জীবন শৈলী গড়ে তুলবে যাকে আমরা আমাদের জীবনধারার একটি অংশ করতে পারি। সিওপি ২৭ এবং জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিবসের প্রেক্ষাপটে, 'মিশন লাইফ' এই সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ হয়ে উঠেছে।

এই সংখ্যার ব্যক্তিত্ব বিভাগে রয়েছে সুব্রাহ্মণিয়া ভারতীর কাহিনি যিনি মহাকবি ভারতীয়ার নামে আমাদের কাছে পরিচিত। ফ্ল্যাগশিপ স্কিম 'সুগম্য ভারত' অভিযানের মাধ্যমে ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষদের ক্ষমতায়নের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। অমৃত মহোৎসব বিভাগে দেশের বীর বিপ্লবীদের জীবনকাহিনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই সংখ্যায় রয়েছে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি কর্ণাটকে বিনিয়োগকারীদের শীর্ষ সম্মেলন, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ, দিল্লির কালকাজিতে ৩০২৪টি নবনির্মিত ফ্ল্যাটের উদ্বোধন, ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন এবং মানগড়ের পবিত্র ভূমিতে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ গুরুর প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মতো একাধিক আকর্ষণীয় নিবন্ধ।

(সত্যেন্দ্র প্রকাশ)

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

ডাকবাক্স

মহাশয়,

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পাক্ষিক পত্রিকাটি পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তির প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পত্রিকার ১-১৫ নভেম্বর সংস্করণে চিনিজাত পণ্য, ভারতে তৈরি আইফোন এবং দরিদ্রদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া ব্যাঙ্ক পরিষেবা সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি পড়ে খুব ভাল লেগেছে।

ডঃ জিজিকুমারী টি
jijikumari@gmail.com

মাননীয় মহাশয়,

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি পড়ার সুযোগ পেলাম। আমি নিয়মিত নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার ডিজিটাল সংস্করণ পড়ি এবং এর জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অনেক নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে সে সম্পর্কে জানতে পারি। দেশের প্রতিটি কোণকে যুক্ত করার জন্য সরকার সংযোগের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছে, এই বিষয়টি আমার খুব ভাল লেগেছে।

সৌরভ শর্মা
sharmasourav1261@gmail.com

মাননীয় মহাশয়,

আপনার বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকাটি কুচমন গ্রন্থাগারে পেলাম। সবাই এটি পড়ুন, এটি অত্যন্ত তথ্যবহুল পত্রিকা। এই পত্রিকাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়া যায়।

kumawatmayur09@gmail.com

মাননীয় মহাশয়,

আমি অনলাইনে নিয়মিত নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা পড়ি। সরকার উন্নয়নের জন্য বহুমুখী কৌশলের ওপর জোর দিচ্ছে। অবকাঠামোর দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। সরকার ও সাধারণ জনগণের প্রচেষ্টায় 'পঞ্চামৃত ও পঞ্চপ্রাণ'-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে।

হনবন্ত সিং রাঠোর
hanwantsinghrathore0@gmail.com

অনুসরণ করুন @NISPIBIndia

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নম্বর ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩

ইমেল: response-nis@pib.gov.in

জীব বিজ্ঞানের ডেটার জন্য দেশের প্রথম জাতীয় ভাণ্ডার

দেশে মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণী, জীবাণু এবং ছত্রাক সম্পর্কিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এখন দেশেই সংরক্ষণ করা হবে। এতদিন জীবন বিজ্ঞানের ডেটা ইউরোপ ও আমেরিকার 'রিপোজিটরি' বা ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করা হত। গত ১০ নভেম্বর, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং হরিয়ানার ফরিদাবাদে ভারতীয় জৈব ডেটা সেন্টারের (আইবিডিসি) সূচনা করেন। জীব বিজ্ঞান সম্পর্কিত সকল তথ্যের জন্য দেশের প্রথম জাতীয় ভাণ্ডার তিনি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন।

আইবিডিসিতে সারাদেশে সরকারি খরচে জীবন বিজ্ঞানের যে গবেষণাই হোক না কেন, তা রাখা হবে। এই কেন্দ্রে চার পেটাবাইট ডেটা স্টোরেজের ক্ষমতা রয়েছে। এটিতে 'দ্য ইন্ডিয়ান সার্স-সিওভি-২ জিনোমিক কনসরটিয়াম' পরীক্ষাগার থেকে জিনোমিক নজরদারি ডেটার জন্য একটি ড্যাশবোর্ড রয়েছে (https://inda.rcb.ac.in/insacog/statisticsinsacog)। এতে তাৎক্ষনিক সময়ের মধ্যে সার্স-সিওভি-২ ভ্যারিয়েন্ট নিরীক্ষণ করার

সুবিধা থাকবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন যে ভুবনেশ্বরের ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারে একটি বিপর্যয় পুনরুদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আইবিডিসি সারা দেশে ৫০টিরও বেশি গবেষণাগারে ২০০ বিলিয়নের বেশি 'বেস' সংগ্রহ করেছে।

দেশের প্রথম 'ফ্লোটিং ফিনান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পে'র আয়োজন

ভারতের জনগণের মধ্যে আর্থিক বিষয়ে সাক্ষরতা প্রসারিত করার পথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল দেশের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ এখনও গ্রামাঞ্চলে বাস করে। এমন পরিস্থিতিতে, ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক বা আইপিপিবি বিশ্বের বৃহত্তম পোস্টাল নেটওয়ার্কের সহায়তায় দেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মানুষকে সহায়তা করতে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবধান পূরণ করার জন্য একটি নতুন কৌশল তৈরি করেছে। এই কৌশলের অংশ হিসাবে, আইপিপিবি 'বিনিয়োগকারী দিদি' উদ্যোগের অংশ হিসাবে জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের ডাল লেকে ভারতের প্রথম ভাসমান আর্থিক সাক্ষরতা শিবিরের আয়োজন করে। ভারতে প্রথম ভাসমান আর্থিক সাক্ষরতা শিবির আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ব্যবধান হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সারা দেশে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই শিবিরটির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আইপিপিবি'র এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী টুইটারে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, "বিস্ময়কর উদ্যোগ যা নারীর ক্ষমতায়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে!" 'বিনিয়োগকারী দিদি' গ্রামের জনসাধারণের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনের পাশাপাশি একজন মহিলা ডাকবাহকের ভূমিকায় কাজ করবেন।

গুজরাতের কেভাদিয়া দেশের প্রথম 'বৈদ্যুতিক যানবাহনে'র শহরে পরিণত হয়েছে

গুজরাতের কেভাদিয়া দেশের প্রথম 'বৈদ্যুতিক গাড়ি'র শহরে পরিণত হয়েছে, যা দূষণমুক্ত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ, 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'র পার্শ্ববর্তী এলাকাটি ভারতের প্রথম 'ই-বাহন এলাকা' হয়ে উঠেছে। গুজরাতের কেভাদিয়া এলাকাটি শুধুমাত্র সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৮২ মিটার উচ্চ মূর্তি 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'র নামে পরিচিত নয়, দেশের প্রথম শহর হিসাবেও পরিচিত হবে যেখানে রাস্তায় কেবল বৈদ্যুতিক যানবাহন চলাচল করে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন দেশ গঠনের লক্ষ্যে ভারতের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে ই-রিকশাগুলি এখানকার স্থানীয় আদিবাসী মহিলারা পরিচালনা করেন, যা মহিলাদের ক্ষমতায়নের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তিটি গুজরাতের কেভাদিয়ায় অবস্থিত।

সৌর শক্তি জ্বালানি খরচে ৪.২ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ভারত দ্রুত তার সৌর শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। বিশ্বের সামনে 'এক সূর্য, এক গ্রিড' ধারণা উপস্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক সৌর জোটের নেতৃত্ব দিয়েছে। ২০১৪-২০১৫ সালে দেশে ২.৬৩ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল, যা এখন প্রায় ২২ গুণ বেড়ে ৫৭.৭১ গিগাওয়াটের বেশি হয়েছে। সৌর শক্তি উৎপাদনের ফলে, ভারত ২০২২ সালের প্রথমার্ধে ৪.২ বিলিয়ন ডলার জ্বালানি খরচ এবং ১৯.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা বাঁচিয়েছে।

'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অ্যাম্বার', 'দ্য সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার', এবং 'ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিসে'র একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ভারতের ক্রমবর্ধমান সৌর ক্ষমতার ফলে এই জ্বালানি খরচ সাশ্রয়ের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে, এশিয়ার সাতটি দেশ সম্ভাব্য জীবাশ্ম জ্বালানী খরচে মোট ৩৪ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছে। শুধু তাই নয়, ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম শীর্ষ দশটি দেশের তালিকার মধ্যে রয়েছে।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে ৮৫ লক্ষের বেশি চাকরি যুক্ত হয়েছে

করোনা মহামারির পরে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একের পর এক স্বনির্ভর ভারত প্যাকেজ এবং পিএলআই প্রকল্প-সহ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি'-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে দেশে ৮৫ লক্ষেরও বেশি বেতনভুক্ত চাকরি যোগ করা হয়েছে। এর ফলে, দেশে মোট বেতনভোগী কর্মীদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৮৬ মিলিয়ন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড সংক্রমণের সময় লকডাউনের ফলে ২০২০ সালের আগস্টে বেতনভোগী কর্মীদের সংখ্যা ৬.৫ কোটিতে নেমে গিয়েছিল। শহরাঞ্চলে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বেতনভুক্ত চাকরির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে, শহুরে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৪৪ লক্ষ।

অরুণাচল প্রদেশে নির্মিত হবে দেশের প্রথম অ্যাকুয়া পার্ক

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে অরুণাচল প্রদেশে ভারতের প্রথম অ্যাকোয়া পার্ক তৈরি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিন বছর আগে 'নীল বিপ্লব' শুরু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অংশ হিসাবে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি সমন্বিত অ্যাকোয়া পার্ক ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন ছিল প্রতিটি রাজ্যে অ্যাকোয়া পার্ক স্থাপন করা। একই পরিকল্পনার আওতায় নাম্নী সুবানসিরি জেলার তারিন (জিরো) নামক স্থানে এই পার্কটি স্থাপন করা হবে। এই প্রকল্পে একটি নতুন পুকুর নির্মাণ, একটি ট্রাউট হ্যাচারি, একটি মাছের কল, একটি খুচরা মাছের বাজার, একটি অ্যাকুয়া মিউজিয়াম ইত্যাদির মতো কার্যকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটি রাজ্যের সেরা মৎস্য প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হবে। কর্তৃপক্ষের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার পরে অরুণাচল প্রদেশের প্রথম অ্যাকোয়া পার্ক স্থাপনের অনুমোদন আসে। ●

সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ – প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাতিয়ার দৃঢ় সংকল্প

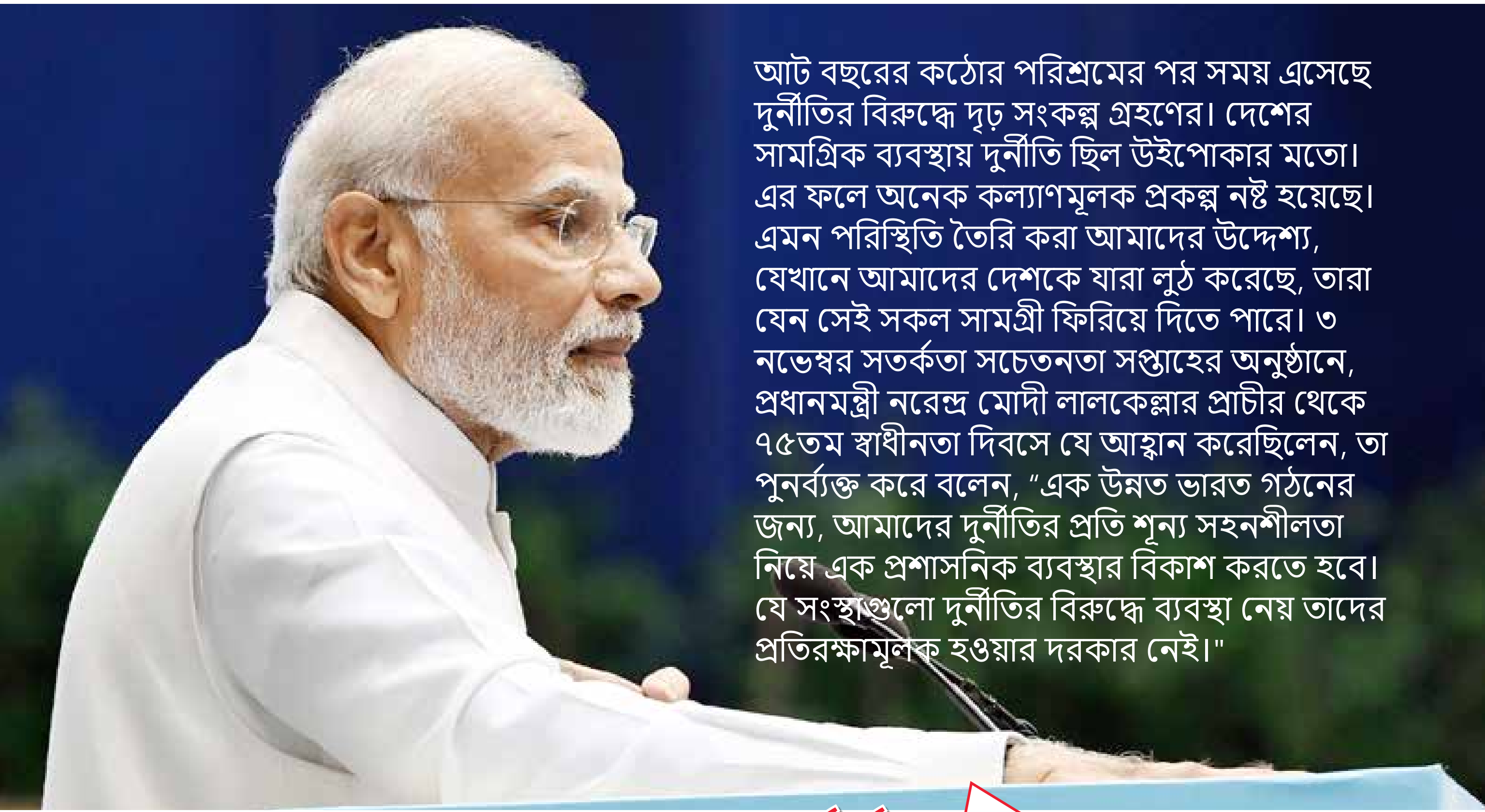

আট বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর সময় এসেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণের। দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি ছিল উইপোকার মতো। এর ফলে অনেক কল্যাণমূলক প্রকল্প নষ্ট হয়েছে। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা আমাদের উদ্দেশ্য, যেখানে আমাদের দেশকে যারা লুঠ করেছে, তারা যেন সেই সকল সামগ্রী ফিরিয়ে দিতে পারে। ৩ নভেম্বর সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার প্রাচীর থেকে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে যে আহ্বান করেছিলেন, তা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, "এক উন্নত ভারত গঠনের জন্য, আমাদের দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা নিয়ে এক প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকাশ করতে হবে। যে সংস্থাগুলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় তাদের প্রতিরক্ষামূলক হওয়ার দরকার নেই।"

দুর্নীতি যে কোনো দেশ বা সমাজের জন্য উইপোকার মতো। ২০১৪ সালের আগে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা বলতেন, "কেন্দ্র থেকে যখন এক টাকা মঞ্জুর করা হয়, তখন গ্রামগুলি তার মাত্র ১৫ পয়সা পায়।" কিন্তু দেশের বর্তমান নেতৃত্ব কেবল দুর্নীতির বিরুদ্ধে নির্ধারক লড়াইয়ে জয়ী হচ্ছেন তাই নয় বরং সরকার এখন সেই এক টাকা সরাসরি দরিদ্রদের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।" ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন সংশোধন করে ৩০ বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বেশ কয়েকটি নতুন বিধান যুক্ত করেছে যা ঘুষ খাওয়ার পাশাপাশি ঘুষ দেওয়াকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছে, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান করা হয়েছে।

> "দুর্নীতিবাজরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাদের কোনো অবস্থাতেই রক্ষা করা উচিৎ নয়; এটি কেন্দ্রীয় সতর্কতা কমিশনের-এর মতো সংস্থাগুলির দায়িত্ব। এমন পরিবেশ তৈরি করাও প্রয়োজন যাতে কোনো দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি রাজনৈতিক বা সামাজিক সমর্থন না পায়; প্রত্যেক দুর্নীতিবাজকে কারাগারে রাখতে হবে।"
>
> - নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এক উন্নত দেশের জন্য দুর্নীতিমুক্ত ভারত

সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন সততার বার্তা প্রসারিত করতে প্রতি বছর সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করে। এই বছর ৩১ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত এই সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হয়। এই বছরের মূল বিষয় ছিল 'এক উন্নত দেশের জন্য দুর্নীতিমুক্ত ভারত'। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্নীতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাষণ দিয়েছেন।

- উন্নত ভারতের জন্য আস্থা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা জনগণের মনে বিশ্বাস বৃদ্ধি করে। আগের সরকারগুলো শুধু জনগণের আস্থাই হারায়নি, জনগণের আস্থা অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়েছে।
- দুর্নীতি, শোষণ ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের মতো মানসিকতা দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার পর আরও শক্তি পেয়েছে। এতে দেশের অন্তত চার প্রজন্ম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার এই অমৃত কালের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই কুপ্রথার অবসান করতে হবে।
- সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের কাছে পৌঁছালে সমাজে বৈষম্য ও দুর্নীতির অবসান ঘটায়। কারণ মৌলিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য মানুষকে এখন আর নাগরিকদের কাউকে তোষামোদ করতে হয় না।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার যে সদিচ্ছা দেখাচ্ছে, সেই সদিচ্ছা সব বিভাগকে দেখাতে হবে। এই ইচ্ছা এবং এই চেতনা আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার দরকার নেই বরং সাধারণ নাগরিকদের জীবনকে সহজ করার জন্য কাজ করতে হবে।
- এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলুন যেখানে দুর্নীতি-সম্পর্কিত শাস্তিমূলক কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত বেগে সম্পন্ন হয়। অভিযোগের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং সিস্টেমের ক্ষমতা জোরদার হবে।
- বিচারাধীন দুর্নীতি মামলার ভিত্তিতে বিভাগগুলির মান নির্ধারণের জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করুন এবং মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করুন।
- কোনো দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি যেন রাজনৈতিক বা সামাজিক সমর্থন না পায়; প্রত্যেক দুর্নীতিবাজকে সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। এই পরিবেশ তৈরি করাও প্রয়োজন। তাই দুর্নীতিবাজরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই তাদের রক্ষা করা উচিত নয়; এটি সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

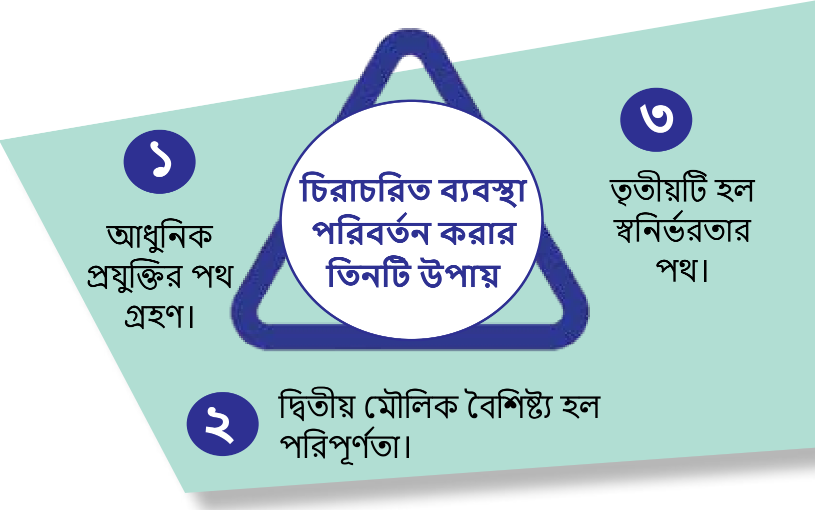

একই সঙ্গে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দিয়ে লোকপাল গঠন করা হয়। এটা প্রযুক্তি এবং স্বচ্ছতার প্রভাব যে গত আট বছরে কেন্দ্রীয় স্তরে কোনও অর্থ তছরুপের ঘটনা ঘটেনি। সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের নতুন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম পোর্টাল চালু করার সময় বলেছিলেন, "দুর্নীতির এবং মানুষের অগ্রগতিতে বাধার দুটি প্রধান কারণ হল: সুবিধার অভাব এবং অতিরিক্ত সরকারি চাপ। বিগত আট বছর ধরে, চাহিদা ও যোগানের ব্যবধান পূরণের চেষ্টা করে আমরা বিরাজমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করছি। অবকাঠামো ও সুযোগের এই অভাব ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী ছিল। এই ব্যবধান এতদিন ধরে দেশের উন্নতিতে বাধা হয়ে উঠেছিল। এটি দুর্নীতিকে লালন করে।" ●

গৃহহীন অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করা খুব কঠিন। যখন নতুন বাড়ি হয়, তখন নতুন সুখ, নতুন সিদ্ধান্ত এবং নতুন স্বপ্ন জাগ্রত হয়। বছরের পর বছর বস্তিতে থাকার পর কোনও পরিবার যদি পাকা বাড়ি পান, তাহলে বুঝতে হবে তাঁদের জীবন নতুন পথে শুরু হতে চলেছে। এটি মনের মধ্যে নতুন শক্তি উদ্দীপিত করে; তাঁরা নতুন সম্ভাবনা দেখতে পায়। ২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির কালকজিতে 'যাঁহা জুগি-ওয়াহি মাকান যোজনা'র (বস্তি পুনর্বাসন) অধীনে নির্মিত ফ্ল্যাটের চাবি সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

বস্তিবাসীরা নতুন বাড়ির 'চাবি' পেয়েছেন

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ১.৩৯ কোটি পরিবারের প্রায় ৬.৫৫ কোটি মানুষ বস্তিতে বসবাস করতে বাধ্য হন। এর মধ্যে রাজধানী দিল্লির জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও বেশি অর্থাৎ ১৭.৮৫ লক্ষ মানুষ বস্তিতে বসবাস করছেন। তাঁরা এতদিন জীবনের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যখন সরকার গঠিত হয়, তখন সারা দেশে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষকে স্থায়ী বাড়ি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা চালু করা হয়। এর ফলে বস্তিবাসীরাও পাকা বাড়ি পান। গত তিন বছরে প্রায় ২.৫০ লক্ষ বাড়ি প্রদান করা হয়েছে, সংকল্প সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করা হয়েছে এবং অন্ত্যোদয় থেকে সর্বোদয়ের উদ্দেশ্য পূরণের পথও তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, নতুন ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে চলেছেন, প্রতিটি সমস্যার সমাধান করছেন, নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করে তুলছেন এবং দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে, গৃহহীনদের ঘর প্রদান একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির কালকাজিতে অবস্থিত 'যাঁহা জুগি-ওয়াহি মাকান (বস্তি পুনর্বাসন) প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ৩০২৪টি নতুন বাসস্থানের চাবি তুলে দিয়েছেন বস্তিবাসীদের হাতে। এর মধ্যে ১৮৬২টি পরিবারকে বরাদ্দপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দিল্লির ৩৭৬টি জায়গায় বস্তি

দিল্লির জন্য কেন্দ্রের স্কিমগুলির সুবিধা

- দিল্লিতে ৫০ লক্ষেরও বেশি লোককে ব্যাঙ্কিং সুবিধার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে দিল্লির ৫০ হাজারেরও বেশি ফেরিওয়ালা প্রধানমন্ত্রী স্বানিধি যোজনার সুবিধা পেয়েছেন।
- পিএম মুদ্রা যোজনায় গ্যারান্টি ছাড়াই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি সহায়তা দেওয়া হয়েছিল।
- কেন্দ্রীয় সরকার টানা দুই বছর দিল্লির লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার জন্য ২৫০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে। ৪০ লক্ষেরও বেশি দরিদ্রকে বিমার সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকার সুদে ৭০০ কোটি টাকারও বেশি ভর্তুকি দিয়েছে যাতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তরা নিজেদের বাড়ি তৈরি করতে পারে।
- দিল্লি-এনসিআর-এ ২০১৪ সালে মেট্রোরেলের ১৯০ কিলোমিটার নেটওয়ার্ক ছিল, যা এখন বেড়ে হয়েছে ৪০০ কিলোমিটার। আট বছরে ১৩৫টি নতুন মেট্রো স্টেশন যুক্ত হয়েছে।
- ট্র্যাফিক যানজট থেকে বাসিন্দাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য, ভারত সরকার রাস্তাগুলি প্রশস্ত এবং আধুনিকীকরণে ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করছে।
- কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে, আরবান এক্সটেনশন রোড এবং অক্ষরধাম থেকে বাগপত পর্যন্ত ছয়-লেনের অ্যাক্সেস কন্ট্রোল হাইওয়ে, গুরুগ্রাম সোহনা এলিভেটেড করিডোর-সহ অনেকগুলি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করছে।
- দিল্লি-এনসিআর-এর জন্য শীঘ্রই র‍্যাপিড রেল শুরু হতে চলেছে, নতুন দিল্লির রেলওয়ে স্টেশন পুনর্গঠনের কাজ শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে।
- দ্বারকায় ৮০ হেক্টর জমিতে ভারত বন্দনা পার্কের নির্মাণ কাজ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সম্পন্ন হতে চলেছে।
- ডিডিএ যমুনার তীরে ওয়াজিরাবাদ ব্যারেজ থেকে ওখলা ব্যারেজ পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার প্রসারিত বিভিন্ন পার্ক তৈরি করছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন এবং বিদ্যুৎ ও জল সংরক্ষণ করুন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে তাঁরা 'বাড়িতে এলইডি বাল্ব ব্যবহার করবেন', 'কোন অবস্থাতেই জলের অপচয় হতে দেবেন না' এবং 'বস্তির মতো নোংরা পরিবেশ হতে দেবেন না'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "কোন টাওয়ারটি সবচেয়ে পরিষ্কার তা দেখার জন্য বাসিন্দাদের তাঁদের কলোনিতে প্রতি মাসে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা উচিত। বস্তির চারপাশে নোংরা হয়, এই ধারণার অবসান ঘটাতে হবে।"

পুনর্বাসনের কাজ চালাচ্ছে। কালকাজির নিকটবর্তী খালি বাণিজ্যিক কেন্দ্রের জায়গায় বস্তির বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের জন্য গুণমানসম্পন্ন মডেল ইডিডবলুএস ফ্ল্যাটগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৩৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.০৬ হেক্টর জমিতে পাঁচটি টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এই ফ্ল্যাটে তিনটি বস্তি ক্লাস্টার, যথা ভূমিহীন ক্যাম্প, নাভজিন ক্যাম্প এবং জওহর ক্যাম্প পুনর্বাসন করা হবে। ২৫ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে নির্মিত ফ্ল্যাটগুলির মধ্যে একটি বসার ঘর, একটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি শৌচাগার এবং একটি বারান্দা রয়েছে। ঊষা রায় নামে এক সুবিধাভোগী বলেন, "আমার ও আমার দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ এখন অনেক উজ্জ্বল হবে।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "সবার জন্য আবাসন, সবার জন্য বিদ্যুৎ, সবার জন্য বিমা, সবার জন্য গ্যাস সংযোগ—এই হবে নতুন ভারতের ছবি। দেশে আজ যে সরকার রয়েছে তা দরিদ্র মানুষের কল্যাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সরকার, তাই দরিদ্রদের দুর্দশার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। দেশের নীতি ও সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে রয়েছেন দরিদ্ররা।" ●

ভারত ১ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত জি-২০-এর সভাপতিত্ব করবে

যৌথ উন্নয়ন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা

আগামী জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন ভারতের সভাপতিত্বে আয়োজিত হতে চলেছে। এর মূল বিষয় হল 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বা 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'। যা সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলে। ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে এবং ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। জি-২০ হল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য একটি প্রধান মঞ্চ। আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়ে বিশ্বের একাধিক দেশের সঙ্গে আলোচনা, সমাধান করার এক অনন্য সুযোগ প্রদান করে এই মঞ্চ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৮ নভেম্বর ভারতের সভাপতিত্বে আয়োজিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের লোগো, থিম এবং ওয়েবসাইট উন্মোচন করেছেন। তিনি ১৪-১৬ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী বালিতে ১৭তম জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্ব মঞ্চে ভারত এখন একাধিক বিষয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, ভারতের জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের সভাপতিত্ব এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হতে চলেছে। ১৬ নভেম্বর বালিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তিতে, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জোকো উইডোডো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে জি-২০-এর সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ১ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে জি-২০-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করে। আগামী বছর ভারতে অনুষ্ঠিত হবে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। এই বছর জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সিদ্ধান্তমূলক এবং কর্মময়। আগামী বছরে আমাদের লক্ষ্য হবে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সম্মিলিত পদক্ষেপকে ত্বরান্বিত করার জন্য কাজ করা। জি-২০ সম্মেলনের ভাবনায় নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জি-২০ -এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করা প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য গর্বের মুহূর্ত, এবং জি-২০ সম্মেলনের বহু বৈঠক দেশের বিভিন্ন শহর ও রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের অতিথিরা ভারতের বৈচিত্র্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।" এই সময়ে, দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং শহরে ৩২টি এলাকায় প্রায় ২০০টি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জো বাইডেন, ঋষি সুনক-সহ বহু নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন

বালিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-সহ বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডোর সঙ্গেও দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত মাসে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনকের সঙ্গে এটাই ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম সাক্ষাৎ। বৈঠকের পর, ব্রিটেন ভারত থেকে তরুণ পেশাদারদের যুক্তরাজ্যে কাজ করার জন্য ৩০০০ ভিসার জন্য এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেন।

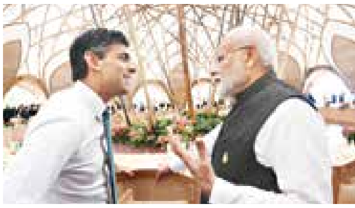

ভারতের জি-২০-এর মূল মন্ত্র হল 'বসুধৈব কুটুম্বকম', বা 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বালিতে বলেছেন, "এটা আজ প্রয়োজন যে উন্নয়নের সুবিধাগুলি যেন সর্বব্যাপী এবং সর্বশ্রেণী-অন্তর্ভুক্ত হয়। সমতা রক্ষা করে আমাদের উন্নয়নের সুফল সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না। জি-২০ শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে এক জোরালো বার্তা পাঠাবে।" এই সমস্ত অগ্রাধিকারগুলি ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের মূল বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে: 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'। এর আগে ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী ভারতের সভাপতিত্বে আয়োজিত জি-২০ সম্মেলনের লোগো, থিম এবং ওয়েবসাইট উন্মোচন করে। তিনি সমস্ত দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন 'এটি দেশের জন্য একটি তাৎপর্যময় ঘটনা হতে চলেছে'। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "জি-২০-এর এই লোগোটি শুধু একটি প্রতীক নয়। এটি একটি বার্তা। এটা একটা অনুভূতি যা আমাদের শিরা-উপশিরায় রয়েছে। এই লোগোতে পদ্ম ফুল ভারতের পৌরাণিক ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিনিধিত্ব করে। লোগো, থিম এবং ওয়েবসাইট ভারতের বার্তা এবং বিশ্বের জন্য তার অগ্রাধিকার যথাযথভাবে উপস্থাপন করে।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বালিতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, ভাষণ দিয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বালিতে শুধু আন্তর্জাতিক নেতাদেরই নয়, স্থানীয় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গেও দেখা করেন। ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়ের ৮০০ জনের বেশি সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক মিল, প্রাচীন সভ্যতার সম্পর্ক তুলে ধরেন। তিনি তাঁদের পরবর্তী প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন ও ঘুড়ি উৎসবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন ৮-১০ জানুয়ারি ইন্দোরে এবং গুজরাতে ঘুড়ি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ●

জি-২০-এর লোগো, মূল বিষয় এবং ওয়েবসাইট উন্মোচন করা হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৮ নভেম্বর ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০-এর লোগো, মূল বিষয় এবং ওয়েবসাইটের উন্মোচন করেন। লোগো তৈরিতেও দেশবাসীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লোগোটির জন্য দেশবাসীর কাছে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষ তাঁদের সৃজনশীল ধারণা পাঠিয়েছিলেন।

লোগো- জি-২০ লোগোটি ভারতের জাতীয় পতাকার রং- গেরুয়া, সাদা, সবুজ এবং নীল দ্বারা অনুপ্রাণিত। এটি ভারতের জাতীয় ফুল পদ্মের সঙ্গে পৃথিবীকে সংযোজন করে, যা সংকটের মধ্যেও বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এটি ভারতের পরিবেশ-বান্ধব জীবন, ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য প্রতিফলিত করে। জি-২০ লোগোর নিচে দেবনাগরী লিপিতে 'ভারত' লেখা আছে। পদ্মের সাতটি পাপড়ি বিশ্বের সাতটি মহাদেশ এবং সাতটি সঙ্গীতের প্রতীক।

ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের জি-২০-এর ওয়েবসাইট চালু করেছেন। একইসঙ্গে 'G20 India' নামে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মে একটি মোবাইল অ্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে।

মিশন লাইফের মন্ত্র বিশ্বব্যাপী গণ আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মেরুপ্রদেশে হিমবাহ গলে যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন নদীর জলধারা শুকিয়ে যাচ্ছে, আবহাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। আর এই পরিবর্তনগুলো মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে শুধু নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে রেখে সমাধান করা যাবে না। মানুষ নিজেরাই বুঝতে শুরু করেছে যে একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার এবং একটি সম্প্রদায় হিসাবে তাঁদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্য কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। বসুধা জননীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সাধারণ মানুষ পরিবারের সঙ্গে বা সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার মাধ্যমে বা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আমাদের গ্রহের পরিবেশ রক্ষা করার কথাই বলা হয়েছে 'মিশন লাইফে'। 'মিশন লাইফ'-এর মন্ত্র হল 'পরিবেশের জন্য আদর্শ জীবনধারা', অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ অক্টোবর সর্দার প্যাটেলের প্রতি উত্সর্গীকৃত 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'র সামনে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের উপস্থিতিতে 'মিশন লাইফ' চালু করেছিলেন। 'মিশন লাইফ' এই পৃথিবীর সুরক্ষার জন্য মানুষের শক্তিকে একত্রিত করে এবং তাদের সম্মিলিত শক্তিগুলিকে আরও ভালভাবে ব্যবহার করতে শেখায়। 'মিশন লাইফ' জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইকে সর্বস্তরে প্রসারিত করছে, যাতে প্রত্যেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখতে পারে। 'মিশন লাইফ' বিশ্বাস করে যে ছোট প্রচেষ্টাও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। 'মিশন লাইফ' দেখায় কিভাবে আমরা সবাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশ রক্ষার জন্য অনেক কিছু করতে পারি। 'মিশন লাইফ' এই বিশ্বাসকে উৎসাহিত করে যে আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন এনে পরিবেশ রক্ষা করা যেতে পারে। এককথায় পরিবেশ-বান্ধব জীবনের মন্ত্র হল- 'মিশন লাইফ'। ২০২১ সালের ১ নভেম্বর গ্লাসগোয় সিওপি-২৬-এ প্রধানমন্ত্রীর 'লাইফ' ধারণাটির সূচনা করেছিলেন। শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং

'প্রকৃতি রক্ষতি রক্ষিতা' - অর্থাৎ আমরা যদি প্রকৃতিকে রক্ষা করি, তবে প্রকৃতি আমাদের রক্ষা করবে। কিন্তু পরিবেশের সাধারণ সম্পদে মানুষের হস্তক্ষেপ যত বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের গ্রহের ধ্বংসের সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণে, বেশ কিছু স্থানে আবহাওয়ার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হচ্ছে, একই সঙ্গে বন্যা, ঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভূমিধস, দাবানল এবং মেরুপ্রদেশে বরফ গলে যাওয়ার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনই মানবতা রক্ষার একমাত্র উপায়। এই উদ্দেশ্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মিশন লাইফ' উদ্যোগটির সূচনা করেছিলেন এবং এটি বিশ্বব্যাপী গণ আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গ্লাসগো শীর্ষ সম্মেলনের পরে, মিশরে অনুষ্ঠিত সিওপি-২৭ সভায় ভারত বিশ্বকে এক নতুন দেখাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। গত কয়েক দশকে বিশ্ব বহুবার অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে।

পঞ্চামৃতের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

গ্লাসগোয় অনুস্থিত রাষ্ট্রসংঘের ২৬তম জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচটি বিষয় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের অবদান খুবই কম হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের দেশ উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে অ-জীবাশ্ম শক্তির ক্ষমতা ৫০০ গিগাওয়াটে বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি দিয়ে দেশের মোট শক্তির চাহিদার ৫০% পূরণ করা।

এটি এই কারণে যে ভারতীয় জীবনধারা এখনও ঐতিহ্যগত রীতিনীতির অনুসরণ করে চলে। ভারত যথাযথ আলোচনার পর এই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

এটি লক্ষণীয় যে, বিশ্বের জনসংখ্যার ১৭% রয়েছে ভারতে, তাসত্ত্বেও ভারত মাত্র ৫% কার্বন নির্গত করে।

মোট আনুমানিক কার্বন নির্গমন এক বিলিয়ন মেট্রিক টন হ্রাস করা।

কার্বনের তীব্রতা ৪৫% হ্রাস করা।

বৈশ্বিক গড় তুলনা করলে, ভারতের মাথাপিছু কার্বন নির্গমন ৬০ শতাংশের কম।

২০৭০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমন অর্জন করা।

স্টার্ট আপগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভারত ২০২২ সালের ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 'লাইফ গ্লোবাল মুভমেন্ট' চালু করে। এর লক্ষ্য হল পরিবেশের সংকট মোকাবেলায় সম্মিলিত পদক্ষেপের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। এই প্রচারটি বিশ্বের প্রধান দেশনেতাদের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে।

'মিশন লাইফ' জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করবে, এবং সেই লক্ষ্যে একটি বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির মাধ্যমে এর ধারনা এবং আদর্শকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবে। মিশন লাইফ ২০২২ সাল থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার জন্য অন্তত এক বিলিয়ন ভারতীয় এবং অন্যান্য নাগরিকদের একত্রিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। ২০২৮ সালের মধ্যে সমস্ত গ্রাম এবং শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলির অন্তত ৮০% পরিবেশ বান্ধব করে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্রিটেনের গ্লাসগোয় গত বছর অনুষ্ঠিত সিওপি-২৬ সভায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রথম প্রস্তাবিত মিশন লাইফই এখন ভারতের নেতৃত্বে একটি বিশ্বব্যাপী গণআন্দোলন হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। সিওপি-এর ২৭তম সভা মিশরের শারম আল-শেখে ৬-১৮ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় ভারতীয় প্যাভিলিয়নের থিম ছিল 'লাইফ' (লাইফস্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট মুভমেন্ট)। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জলবায়ু পরিবর্তনের মতো জটিল সমস্যার সহজ সমাধান উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে ভারত বিশ্বাস করে যে জলবায়ু পরিবর্তন রোধের মত কাজ তৃণমূল স্তরে তথা ব্যক্তিগত স্তরে শুরু হয়। তাই ভারতীয় প্যাভিলিয়নের নকশাটি 'লাইফ- পরিবেশের জন্য জীবনধারা' থিমের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্যাভিলিয়নে বিভিন্ন দৃশ্য-শ্রাব্য প্রতীক,থ্রি-ডি মডেল এবং একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যাতে লাইফ

ভারতের প্যাভিলিয়নটি সবুজ জীবনধারার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

মিশনের বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে পরিবেশ বান্ধব অভ্যাস-আচার, দীর্ঘকাল ধরে ভারতের মানুষরা সেই সকল রীতিনীতি অনুশীলন করছে, মিশন লাইফের মধ্যে সেই সকল বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অনুশীলনগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে।

সুস্থায়ী জীবনধারা সম্পর্কে ভারতের এই প্রাচীন জ্ঞান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের সামনে 'মিশন লাইফের' আকারে উপস্থাপন করেছেন। যার লক্ষ্য আমাদের গ্রহের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন করা। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় ভারতের অবদান হল লাইফ মিশন। লাইফ মিশন এমন ব্যক্তিদের উৎসাহিত করে যারা 'পৃথিবীর কল্যাণে কাজ করেন' এবং যারা আধুনিক বিশ্বে একটি সুস্থায়ী জীবনধারা গ্রহণ করতে চায়। ভারতের প্যাভিলিয়নে সবুজ রং ব্যবহার করা হয়েছে; এই সবুজ রঙ পৃথিবীর প্রতীক। লোগোতে 'গ্রেডিয়েন্ট শেড' হিসাবে সবুজ রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রতীকটি দেখায় যে কীভাবে ভারত সরকার বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করে চলেছে। চিহ্নের কেন্দ্রীয় অংশটি সূর্যের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যে রয়েছে গাছ, পর্বত, জল এবং জীববৈচিত্র্য। এই স্লোগানটি জীবনের মৌলিক কামনা 'সর্বে ভবন্তু সুখিন' দ্বারা অনুপ্রাণিত, অর্থাৎ সকলের জন্য সুখ কামনা করা। 'মিশন লাইফ' ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করে পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত পদক্ষেপকে অনুপ্রাণিত করবে। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিতভাবে বলেছেন এবং মিশন লাইফ পি-থ্রি মডেল, অর্থাৎ 'মানুষে'র মধ্যে অনুকূল পৃথিবী'র

সিওপি-২৭-এর আলোচ্যসূচি

সিওপি-২৭-এর ১৯২টি দল রয়েছে। ১৯৯৫ সালে বার্লিনে এর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের ২৭তম বৈঠক হল সিওপি-২৭। এর অর্থ হল 'কনফারেন্স অফ পার্টিস'। এটি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন- এর সদস্যদের একটি সম্মেলন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এটি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস, নতুন প্রযুক্তি এবং নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচার করে।

এককালীন ব্যবহারের চেয়ে চক্রাকার অর্থনীতির প্রয়োজন

- পরিবেশের অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন, সমগ্র বাস্তুতন্ত্র-সহ মানব সমাজের সামনে সবচেয়ে গুরুতর বৈশ্বিক সংকট হয়ে উঠেছে।
- আমরা যদি এখনই ব্যবস্থা না নিই, তাহলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির কারণে ৮০০ মিলিয়ন থেকে ৩ বিলিয়ন মানুষ ভবিষ্যতে ভয়াবহ জল সংকটের সম্মুখীন হবে।
- এখনই ব্যবস্থা না নিলে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জিডিপি ১৮ শতাংশ কমে যাবে।
- পরিবেশের অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্বের অনেক দেশই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যাইহোক, সেই দেশগুলি সম্পূর্ণরূপে সফল নয় কারণ তারা ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের সঙ্গে জড়িত নয়।

এইভাবে ভেবে দেখুন

- রাষ্ট্রসংঘের মতে, বিশ্বের ৮ বিলিয়নেরও বেশি মানুষের মধ্যে মাত্র ১ বিলিয়ন মানুষ যদি তাঁদের দৈনন্দিন রুটিনগুলিকে আরও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে পারে, তাহলে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমন ২০% হ্রাস পাবে।
- ভারতের পরিবেশ-বান্ধব নীতি, যা বাকি বিশ্বের জন্য পথ প্রশস্ত করেছে।
- স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর অভিযানের অংশ হিসাবে, ৭৫দিনে ৭৫টি সমুদ্র সৈকত থেকে ১৫০০০ মেট্রিক টন আবর্জনা অপসারণ করা হয়েছে।
- স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অধীনে, সাত বছরে ভারতের গ্রামাঞ্চলে ১০০ মিলিয়ন শৌচাগার তৈরি করে আবর্জনা-মুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।
- উজ্জ্বলা স্কিমের মাধ্যমে বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ। গৃহস্থালির গ্যাস সংযোগ ২০১৫ সালে ৬২% ছিল, তা বেড়ে ২০২১ সালে ৯৯.৮% হয়েছে।

পরিবেশ ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করে

- ভারতে মাথাপিছু কার্বন নির্গমন ১.৮ মেট্রিক টন, যেখানে বিশ্বের গড় নির্গমন ৪.৫ মেট্রিক টন।
- ভারতের বিভিন্ন স্থানে, প্রাচীনকাল থেকেই স্থানীয় কৌশলের মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং জলের উৎসগুলিকে সুন্দর করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে গুজরাত এবং রাজস্থানে বাওরি বা স্টেপওয়েল, তামিলনাড়ুতে ভূগর্ভস্থ জলের আধার তৈরি এবং নাগাল্যান্ডে জাবো জল সংগ্রহের কৌশল রয়েছে।
- মাটির পাত্র: রান্না ও পরিবেশনের জন্য মাটির পাত্রের গুরুত্ব প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। যেমন, মাটির হাড়িতে রান্না করা, খাবার খাওয়া, ভাঁড়ে জল বা চা পান করা।
- ঐতিহ্যবাহী অভ্যাস: মোটা শস্য, বাজরার মতো খাদ্যশস্যের ব্যবহার। এই ফসলে কম জলের প্রয়োজন হয় এবং এটি পুষ্টিতে ভরপুর। কাপড় ধুয়ে রোদে শুকাতে দিন।

চেতনাকে বৃদ্ধি করবে। এই মডেলটি 'গ্রহের জন্য আদর্শ জীবনধারা' অর্থাৎ পরিবেশের সুরক্ষার জন্য জীবনযাত্রার মৌলিক নীতিগুলির উপর অভিনিবেশ করে। গুজরাতের একতা নগর থেকে মিশন লাইফের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রচলিত ধারণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনকে শুধুমাত্র একটি নীতিগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন শুধু সরকারের দায়িত্ব নয় এবং এর জন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের অবদান প্রয়োজন।" তিনি বিষয়টির উপর আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে 'মিশন লাইফ'ই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইকে গণতান্ত্রিক করে তোলে। তিনি বলেন, এই লড়াইয়ে সবাই যার যার সামর্থ অনুযায়ী অবদান রাখতে পারে। তিনি সম্পদ এবং পণ্যের পুনঃব্যবহার এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির ধারণার ওপরও আলোকপাত করেন। তিনি বলেন এটি হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় জীবনধারার একটি অংশ। যখনই ভারত এবং রাষ্ট্রসংঘ একসঙ্গে কাজ করেছে তারা একত্রে বিশ্বকে আরও সুন্দর, সুস্থায়ী করে তোলার নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "ভারত যখন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তাব দিয়েছিল, রাষ্ট্রসংঘ তা সমর্থন করেছিল। আজ, এটি সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, পরিবেশবান্ধব জীবনশৈলী গ্রহণ করতে উৎসাহিত করছে। তিনি বলেন, "মিশন লাইফ তখনই সফল হবে যখন তা

'মিশন লাইফ' মানে পরিবেশের জন্য আদর্শ জীবনধারা

- ৬-১৮ নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত সিওপি-২৭ বৈঠক এবং ২ ডিসেম্বর জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিবসের প্রেক্ষাপটে, 'মিশন লাইফ' কীভাবে পরিবেশের জন্য একটি আদর্শ জীবনধারাকে অনুপ্রাণিত করে তা বুঝুন:
- একটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচি হিসাবে, 'মিশন লাইফ' মানুষের সামগ্রিক মনোভাব পরিবর্তনের জন্য তিনটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- চাহিদার পরিবর্তন (পর্যায়-১): বিশ্বের সকল মানুষকে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে সহজ কিন্তু কার্যকর পরিবেশ-বান্ধব পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করা।
- সরবরাহের পরিবর্তন (পর্যায়-২): সংশোধিত চাহিদা অনুযায়ী শিল্প ও বাজারগুলিকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করা।
- নীতি পরিবর্তন (পর্যায়-৩): 'মিশন লাইফে'র দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি হল ভারত এবং সারা বিশ্বের চাহিদা এবং সরবরাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃহৎ আকারের শিল্প ও সরকারি নীতি পরিবর্তনের সূচনা করা। এর ফলে টেকসই ব্যবহার এবং উৎপাদন উভয়কেই সমর্থন করা যাবে।

বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছে যাবে।" আমাদের এই মন্ত্রটি মনে রাখতে হবে: 'যারা প্রকৃতিকে রক্ষা করে, প্রকৃতিও তাদের রক্ষা করে'। পরিবেশের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে, রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও বলেছিলেন, "ভারতের প্রতিশ্রুতি আশা জাগায়। ভারত পরিবেশগতভাবে সঠিক নীতিগুলি অনুসরণ করেছে এবং আমি এই আলোচ্যসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। ভারতের সঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।"

সিওপি-২৭-এ ভারত বিভিন্ন নীতি কার্যকর করার কথা বলেছে

ভারতের নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বাস্তবসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে এক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি সমাধান পাওয়া যেতে পারে। ভারত দেখিয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের এই সমস্যায় প্রতিটি দেশের নাগরিককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরিবেশ রক্ষার ক্রমবর্ধমান আহ্বানের মধ্যে, কেন হঠাৎ করে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেছে তাও বোঝা দরকার। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে জীব সমাজের অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। একদিকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আবহাওয়ার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হচ্ছে, অন্যদিকে বন্যা-ঝড়-খরা, ভূমিধস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং হিমবাহ গলে যাওয়ার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা

এইভাবে, আপনি শক্তি সঞ্চয় করেও সহযোগিতা করতে পারেন

শক্তি সংরক্ষণ

- একটি এলইডি বাল্ব বা টিউব লাইট ব্যবহার করুন।
- যখনই সম্ভব, গণপরিবহন ব্যবস্থায় চলাফেরা করুন।
- যেখানেই সম্ভব, লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করুন।
- লাল বাতি এবং রেল ক্রসিংয়ে যানবাহনের ইঞ্জিন বন্ধ করুন।
- কাছাকাছি যেতে সাইকেল ব্যবহার করুন।
- ব্যবহারের পরে সেচের পাম্প বন্ধ করুন।
- পেট্রোল বা ডিজেল গাড়ির চেয়ে সিএনজি এবং বৈদ্যুতিক গাড়িকে অগ্রাধিকার দিন।
- বন্ধু এবং সহকর্মীদের সঙ্গে এক গাড়িতে কর্মক্ষেত্রে যান।
- সঠিক গিয়ার ব্যবহার করুন।
- গিয়ার পরিবর্তন না করলে, আপনার পা ক্লাচ থেকে দূরে রাখুন।
- ছাদে সোলার ওয়াটার হিটার বা সোলার কুকার বসান।
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কাজ হয়ে গেলে ইলেকট্রিক বোর্ড থেকে তার খুলে রাখুন।
- রান্না ও বিদ্যুতের প্রয়োজনে জৈবগ্যাস ব্যবহার করুন।
- এয়ার কন্ডিশনারের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রিতে রাখুন।
- অন্যান্য রান্নার পাত্রের চেয়ে প্রেসার কুকারে রান্না করুন।
- আপনার বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলিকে এনার্জি সেভিং মোডে রাখুন।
- প্রায়শই ব্যবহৃত ডিভাইসের জন্য, স্মার্ট সুইচ ব্যবহার করুন।
- মাটির পাত্রে জল রাখুন, জল ঠাণ্ডা হবে।
- ফ্রিজ বা ফ্রিজার নিয়মিত 'ডিফ্রস্ট' করুন।
- ট্রেডমিলের পরিবর্তে বাইরে দৌড়ান।

পূর্বাভাস দিয়েছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি বাড়তে পারে। যাইহোক, বায়ুমণ্ডলে যে হারে কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলে একবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা চলছে, কিন্তু উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়নের বৈষম্যের কারণে কোনো সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের অধীনে একটি শীর্ষ সম্মেলন গত বছর যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বছর সেই সম্মেলন মিশরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সম্মেলনে ভারত সমাধানগুলির বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবও বলেছেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদর্শ এবং সুস্থায়ী উপায় নিয়ে আলোচনা করতে বিশ্বের অনেক দেশ একত্রিত হয়েছে।"

ভারত বিশ্বের কাছে রোল মডেল

মিশন লাইফ-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সংকট মোকাবেলা করার উদ্যোগ হোক বা পঞ্চামৃতের মাধ্যমে বিশ্বকে পথ দেখানোর উদ্যোগ হোক না কেন, ভারত সবসময় এক উদাহরণ স্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত নতুন রেকর্ড গঠন করেছে, যা সরকারের ক্রমাগত সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার কারণে সম্ভব হয়েছে।

২০১৪ সালে ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির

আপনি এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমেও অবদান রাখতে পারেন

জল সংরক্ষণ

- কম জল লাগে এমন ফসল যথা বাজরা চাষ করুন।
- অমৃত সরোবর যোজনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জলাশয়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করুন।
- পর্যায়ক্রমে গাছ লাগান। ধান ও গম চাষের পর ডাল ও তৈলবীজের চাষ করুন।
- দক্ষ জল সংরক্ষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করুন।
- বাড়ি, স্কুল এবং অফিসে বৃষ্টির জল সংগ্রহের অবকাঠামো তৈরি করুন।
- যেখানেই সম্ভব, বর্জ্য পদার্থ থেকে তৈরি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা ব্যবহার করুন।
- শাকসবজি ধোওয়া জল গাছপালা এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করুন।
- ধোয়ার আগে ভারী বাসন ও প্যান ভিজিয়ে রাখুন।
- প্রতিবার কল থেকে বিশুদ্ধ জল আসার সঙ্গে সঙ্গে, অব্যবহৃত জল ফেলে দেবেন না।
- মেঝে বা যানবাহন ধোয়ার জন্য পাইপের পরিবর্তে বালতি ব্যবহার করুন।
- ফ্লাশ, কল এবং জলের পাইপে যেন ছিদ্র না থাকে। স্নানের সময় 'শাওয়ার' এবং শৌচাগারে ফ্লাশ ব্যবহার করুন, এর ফলে জল কম খরচ হয়।
- নিয়মিত জল খরচ পরিমাপ করতে আপনার বাড়িতে একটি জল মিটার স্থাপন করুন।
- বাসনপত্র, জলের গাছ ইত্যাদি পরিষ্কার করতে এসি বা আরও সিস্টেমের জল ব্যবহার করুন।
- জল-সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর অগ্রাধিকার।

একক-ব্যবহারের প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস করুন

- কেনাকাটা করতে গেলে প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করুন।
- যেখানেই সম্ভব আপনার সঙ্গে একটি জলের বোতল বহন করুন।

ক্ষমতা ছিল ২০ গিগাওয়াট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের মধ্যে তা ১০০ গিগাওয়াটে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। এই নির্ধারিত সময়ের আগেই এই লক্ষ্য অর্জন করে, ভারত বিশ্বকে নতুন পথ দেখিয়েছে। শুধু তাই নয়, সৌরশক্তির দাম আজ ইউনিট প্রতি ১৬ টাকা থেকে কমে ২ টাকা হয়েছে। ভারত ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক সৌর জোটের ভিত স্থাপন করেছিল। অপ্রচলিত শক্তি উৎসের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল সৌর শক্তি। এটি আন্তর্জাতিক সৌর জোটের অগ্রগতির ফলাফল যে ভারত সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র দেশ হবে যেখানে বাণিজ্যিক বিমান জৈব-জ্বালানি থেকে উড়বে। সৌর শক্তির ক্ষেত্রে 'ব্যাটারি স্টোরেজ' একটি জটিল বিষয়, যার জন্য ভারত ক্রমাগত কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে রেলওয়েকে সবুজ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা রয়েছে, যা ৬০ মিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

ভারতের শিল্প সংস্থাগুলি ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য সামনে রেখে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে, প্রধানমন্ত্রীর কল্পনা অনুসারে ভারত সহজেই ১ বিলিয়ন টন কার্বন নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। এমনকি সিওপি-২৬ সভা চলাকালীন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'ইনফ্রাসট্রাকচার ফর দ্য রেসিলিয়েন্ট আইল্যান্ড স্ট্যাটাস' শুরু করেছিলেন যাতে বিশ্বের কোনো দেশ উন্নয়নের পথে পিছিয়ে না পড়ে। এটি

- জিনিস রাখার জন্য পুনঃব্যবহারযোগ্য কাচ বা প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করুন।
- শহর ও জলাশয় পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিন।
- বৈঠক এবং অনুষ্ঠানে পরিবেশ বান্ধব বাসন ব্যবহার করুন।
- ব্যবহার না করলে জলের কল বন্ধ রাখুন।
- স্যানিটারি ন্যাপকিনের পরিবর্তে 'মেন্সট্রুয়াল কাপ' ব্যবহার করুন।
- যেখানেই সম্ভব পুনঃব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করুন।
- স্টিলের বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের টিফিন বক্স এবং জলের বোতল ব্যবহার করুন।
- দুধ, বাটারমিল্ক এবং অন্যান্য মোড়কগুলিকে আংশিকভাবে কাটুন যাতে প্লাস্টিকের টুকরো জৈব বর্জ্যে মিশে না যায়।

সুস্থায়ী খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

- অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল এবং পিডি স্কিমের মাধ্যমে সরবরাহ করা খাবারে বাজরা অন্তর্ভুক্ত করুন।
- খাবারের বর্জ্য থেকে ঘরেই সার তৈরি করুন।
- বাড়ি, স্কুল এবং অফিসের বাগানে সব্জির গাছ লাগাতে পারেন।
- গোবর থেকে জৈব সার তৈরি করে জমিতে প্রয়োগ করুন।
- স্থানীয় এবং মরসুমি ফল এবং সবজি খাওয়ার উপর জোর দিন।
- খাবারের অপচয় রোধ করতে প্রতিদিনের খাবারের জন্য ছোট থালা ব্যবহার করুন।

বর্জ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস করুন (পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম)

- বায়োগ্যাস প্লান্টে পশুর বর্জ্য, খাদ্য বর্জ্য এবং কৃষি বর্জ্য ব্যবহার করুন (গোবর-ধনের অধীনে দেওয়া)।
- ঘরের শুকনো ও সিক্ত বর্জ্য আলাদা রাখুন।
- সার তৈরি করতে কৃষির অবশিষ্টাংশ এবং পশুর বর্জ্য ব্যবহার করুন।
- পুরানো সংবাদপত্র এবং পত্রিকা পুনর্ব্যবহার করুন।
- গবাদি পশুকে বর্জ্য ও কাঁচা সবজি খাওয়ান।
- প্রিন্টারের সেটিংস এমন করুন যাতে পাতার দুইদিকে মুদ্রণ হয়।
- পুরানো আসবাবপত্র মেরামত করে পুনরায় ব্যবহার করুন।
- পুনর্ব্যবহৃত কাগজ থেকে তৈরি পণ্য কিনুন। পুরানো কাপড় ও বই দান করুন।
- জলাশয়ে বা জনসাধারণের জায়গায় আবর্জনা ফেলবেন না।
- পোষা প্রাণীকে জনসাধারণস্থলে মলত্যাগ করতে দেবেন না।

ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই উদ্যোগ নতুন আশা, নতুন আত্মবিশ্বাস এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য কিছু করার সন্তুষ্টি প্রদান করবে।"

সহজ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বড় সমস্যা সমাধানের চিন্তা করা

ব্যক্তি ও সমাজের সহজ প্রচেষ্টাও বৃহৎ পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এর একটি উদাহরণ হল এলইডি বাল্বের ব্যবহার। কেন্দ্রীয় সরকার যখন এলইডি বাল্বের পরিকল্পনা শুরু করেছিল, তখন দেশের বেসরকারি খাতও এতে 'অংশগ্রহণকারী' হয়ে উঠেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই, ভারতের নাগরিকরা তাঁদের বাড়িতে ১৬০ কোটিরও বেশি এলইডি বাল্ব লাগিয়েছেন।

এর প্রভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ১০০

আদর্শ জীবনধারা গ্রহণ করুন

- পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্যতালিকায় বাজরা, দেশীয় ভেষজ এবং ঔষধি গাছ অন্তর্ভুক্ত করুন।
- প্রাকৃতিক বা জৈব পণ্য গ্রহণ করুন। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর অভিনিবেশ করুন।
- বাড়ির বাগানে নিম, তুলসি, গুলঞ্চ, পুদিনা, কারিপাতা, অশ্বগন্ধা ইত্যাদি ঔষধি গাছ লাগান।
- প্রাকৃতিক বা জৈব চাষ করুন।
- দূষণের প্রভাব কমাতে গাছ লাগান।
- বন্য প্রাণীর চামড়া, হাতির দাঁত বা পশম থেকে তৈরি স্মৃতিচিহ্ন এবং পণ্য কেনা এড়িয়ে চলুন।
- সম্প্রদায়ের খাদ্য, পোশাক এবং পশুর আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করুন এবং স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করুন।
- আপনার আবাসিক এলাকা, স্কুল বা অফিসে একটি গ্রিন ক্লাব শুরু করুন বা যোগদান করুন।

ই-বর্জ্য হ্রাস করুন

- ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামত করুন এবং সারানোর পর তা ব্যবহার করুন।
- নিকটতম ই-রিসাইক্লিং ইউনিটে অব্যবহৃত যন্ত্রগুলি ফেলে দিন।
- রিচার্জেবল লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করুন। পেনড্রাইভ বা হার্ড ড্রাইভের বদলে ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহার করুন।

“জাতীয় হাইড্রোজেন মিশনের মাধ্যমে, ভারত পরিবেশ-বান্ধব শক্তি উৎসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এটি ভারত এবং অন্যান্য অনেক দেশকে তাদের শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। প্রগতি এবং প্রকৃতি কীভাবে একসঙ্গে চলতে পারে তার অন্যতম প্রধান উদাহরণ হয়ে উঠেছে ভারত। এখন ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিসম্পন্ন দেশে পরিণত হয়েছে, দেশে বনভূমির আয়তন এবং বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।”

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

মিলিয়ন টন হ্রাস পেয়েছে। আজ, ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন ফুটপ্রিন্ট মাত্র ১.৫ টন, যেখানে বিশ্বে গড় প্রতি বছর ৪ টন। তা সত্ত্বেও, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে ভারত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কয়লা ও কাঠের ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে ভারত উজ্জ্বলা প্রকল্প শুরু করেছে। প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সরোবর তৈরির কাজ চলছে। আজ ভারতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা রয়েছে, বায়ু শক্তিতে চতুর্থ এবং সৌর শক্তিতে পঞ্চম। আজ ভারতও উন্নতি করছে এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের পথ তৈরি করছে। আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিসম্পন্ন দেশে পরিণত হয়েছে, দেশের বনাঞ্চলও বৃদ্ধি পেয়েছে, বন্যপ্রাণীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারত এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার অংশীদারিত্ব আরও বাড়াতে চায়। ‘এক সূর্য, এক বিশ্ব,

শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, কর্মের মাধ্যমে তা পূরণ করবে ভারত

সুস্থায়ী উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে সাম্য, জলবায়ু ন্যায়বিচার, এবং এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গড়তে হবে যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। এই চেতনাকে সঙ্গী করে সিওপি-২৭-এ ভারত 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত' মন্ত্র পেশ করেছে। ভারত আগামী জি-২০-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে এবং মানবতার জন্য এক নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তুলতে সকলকে আহ্বান জানিয়েছে৷

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ ভারত এখন সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। তাই, সিওপি-২৭ চলাকালীন জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক সম্মেলনের সামনে, ভারত একটি কম নির্গমন উন্নয়ন কৌশল (এলটি-এলডিইএস) পেশ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছর গ্লাসগোয় ২০৭০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য অর্জনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে ভারত এই কৌশল প্রস্তুত করেছে। ভারত ৬০টিরও কম নির্বাচিত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়েছে যারা এই কৌশলটি জমা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব সিওপি-২৭-এ জাতীয় বিবৃতিতে বলেছেন, ভারত তার জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সময়সীমা ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও পরিবেশ রক্ষার জন্য ২০ অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের উপস্থিতিতে পরিবেশবান্ধব জীবনধারার কথা বলেছেন।

কৌশলটি 'আত্মনির্ভর ভারত' এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেবে যা প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং গবেষণাকে উৎসাহিত করবে। আমাদের দেশের কৌশল শুধু কথায় নয়। অর্থনীতির জন্য সেক্টর-নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভারত শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিই দেয় না, ভারত কর্মের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণও করে।

কম কার্বন নির্গমন কৌশলের প্রধান চারটি বিষয়

- ভারতের জনসংখ্যা ১৩০ কোটি এবং নির্গমন ৪ শতাংশের কম যা বিশ্বব্যাপী মাথাপিছু বার্ষিক নির্গমনের এক তৃতীয়াংশ।
- ভারতের উন্নয়নের জন্য শক্তি অত্যাবশ্যক।
- জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী, ভারত উন্নয়নের জন্য কম-কার্বন কৌশল অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ভারতকে জলবায়ু সহনশীল হতে হবে।

এক গ্রিড' আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করছে। 'মিশন লাইফ' এর পরবর্তী ধাপ। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির পুজো করার মতো সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য রয়েছে। 'মিশন লাইফ' পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারা অনুশীলনে উৎসাহিত করবে। যার ফলে জীবসমাজ এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পাবে। ●

কৃষকদের জন্য একগুচ্ছ সুবিধা

ইথানলের দাম বেড়েছে

গ্রামে দরিদ্র কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য ভারত সরকার ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। কৃষকদের প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা করছে। দেশের কোটি কোটি কৃষক আজ এর সুফল পাচ্ছে। সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রবি ফসলের মরসুমের জন্য ফসফেটিক এবং পটাসিক সারের জন্য ভর্তুকি অনুমোদন করেছে। এছাড়াও ইথানলের দাম বাড়ানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশের কোটি কোটি কৃষক উপকৃত হবেন।

সিদ্ধান্ত - কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রবি মরসুমে ফসফেট এবং পটাশযুক্ত সারগুলির জন্য পুষ্টি ভিত্তিক ভর্তুকি হার অনুমোদন করেছে।

প্রভাব: এটি ২০২২-২৩ সালের রবি ফসলের মরসুমে ভর্তুকি/সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষকদের কাছে সমস্ত ফসফেট এবং পটাশ সার সহজে উপলব্ধ করবে এবং কৃষি খাতে সহায়তা করবে। সার এবং কাঁচামালের আন্তর্জাতিক মূল্যের অস্থিরতা বৃদ্ধি জন্য খরচ বেড়েছে যা মূলত কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছে। পুষ্টি ভিত্তিক ভর্তুকি রবি-২০২২ (১/১০/২০২২ থেকে ৩১/৩/২০২৩ পর্যন্ত) মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত ভর্তুকি হবে ৫১,৮৭৫ টাকা। এর সঙ্গে দেশীয় সারের জন্য সমর্থন মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর আওতায়, সার সস্তায় পাওয়া যাবে। প্রতি কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন (N) ৯৮.০২ টাকা, ফসফরাস (P) ৬৬.৯৩ টাকা, পটাশ (K) ২৩.৬৫ টাকা এবং সালফার (S) ৬.১২ টাকা কম হবে।

সিদ্ধান্ত- জল সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভারত ও ডেনমার্কের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের অনুমোদন।

প্রভাব: সমঝোতা স্মারকটি নদী ও জলাশয়ের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কিত এবং ব্যাপকভাবে জলসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার

সিদ্ধান্ত - মন্ত্রিসভা ইটানগরের হলংগিতে অবস্থিত গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে 'ডোনি পোলো বিমানবন্দর, ইটানগর' করার অনুমোদন দিয়েছে।

প্রভাব: নামটি অরুণাচল প্রদেশের ইতিহাস এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক সূর্য (ডোনি) এবং চাঁদের (পোলো) প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা প্রতিফলিত করে। ভারত সরকার ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে হলংগি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের উন্নয়নের জন্য 'নীতিগতভাবে' অনুমোদন দিয়েছিল। প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় ৬৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্মাণ করা হচ্ছে।

করবে। গ্রামীণ জল সরবরাহ এবং সহযোগিতার আওতায় থাকা অঞ্চলগুলিতে কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা প্রতিস্থান, জল সেক্টর এবং শিল্পের মধ্যে সরাসরি সহযোগিতার মাধ্যমে পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা উন্নত করবে। একই সময়ে, এটি অবিচ্ছিন্ন জল সরবরাহ বজায় রাখবে, জলের নষ্ট এবং শক্তি খরচ কমিয়ে দেবে।

সিদ্ধান্ত – সুস্থায়ী জ্বালানি উৎপাদন ও কৃষকদের আয় বাড়াতে ইথানলের দাম বৃদ্ধির অনুমোদন।

প্রভাব: এর সাথে পাবলিক সেক্টরের তেল বিপণন সংস্থাগুলি এখন বেশি দামে ইথানল কিনবে। তিন ধরনের ইথানল আছে, যার দামও ভিন্ন। ২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া সরবরাহ বছরের জন্য আখের রস থেকে তৈরি ইথানলের দাম প্রতি লিটারে ৬৫.৬০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সময়ে, সি-ভারী গুড় থেকে তৈরি ইথানলের হার প্রতি লিটার ৪৬.৬৬ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৯.৪০ টাকা এবং বি-ভারী গুড় থেকে তৈরি ইথানলের দাম ৫৯.০৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০.৭৩ টাকা করা হয়েছে। সমস্ত ডিস্টিলারি এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে সক্ষম হবে। ভারত পেট্রোলের সঙ্গে ২০% ইথানল মিশ্রণ চালু করার পরিকল্পনা করছে। তেল বিপণন সংস্থাগুলি একচেটিয়াভাবে পেট্রোল বিক্রি করে যাতে ১০% পর্যন্ত ইথানল থাকে।

সিদ্ধান্ত: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'ভারতে স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের আপলিঙ্কিং এবং ডাউনলিঙ্কিং, ২০২২'-এর নির্দেশিকা অনুমোদন করেছে।

প্রভাব: এই নির্দেশিকাটির মাধ্যমে, ভারতীয় টেলিপোর্টগুলি যে কোনও সময় বিদেশি চ্যানেলগুলিকে আপলিঙ্ক করতে পারে, তবে এর অধীনে, জাতীয় এবং জনস্বার্থে প্রতিদিন ৩০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার বাধ্যবাধকতা থাকবে। কোনো অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারের জন্য টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে আর অনুমতি নিতে হবে না, তবে সরাসরি সম্প্রচারের অনুষ্ঠানের জন্য আগে থেকে নিবন্ধন করতে হবে। ●

সুগম্য ভারত- মানে শক্তিশালী ভারত

বর্তমান সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হল এক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে প্রতিটি নাগরিক ক্ষমতায়িত হবেন। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে তিনি তাঁর মন কি বাত কর্মসূচিতে প্রথম 'দিবাঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের শক্তিকে স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁদের প্রতি সম্মান জানাতে তিনি এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন। ২০১৬ সালের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রাপ্যতাকে অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

গুজরাতের আহমেদাবাদে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষক দিলীপ চৌহানের সঙ্গে কথা বলার পরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬ সালের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "আমার মাথায় একটি ধারণা এসেছিল কেন আমরা প্রতিবন্ধী শব্দের পরিবর্তে দিবাঙ্গ শব্দটি ব্যবহার করব না। শারীরিকভাবে যাঁদের মধ্যে কোনও অক্ষমতা রয়েছে, তাঁদের আমরা প্রতিবন্ধী বলি। কিন্তু যখন আমরা তাঁদের কাজ করতে দেখি, তখন আমাদের মনে আসে যে তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় কিছু বাড়তি শক্তি আছে। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বর যেন অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়েছেন। এটা ঐশ্বরিক শক্তির সঞ্চার। আমি সত্যিই দিবাঙ্গ শব্দটি পছন্দ। আমার দেশবাসী, আমরা কি প্রতিবন্ধীর পরিবর্তে 'দিবাঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি না? আশা করি বিষয়টি সকলে ভাববেন।" শব্দের এই পরিবর্তন এবং প্রাপ্যতার অধিকারের ফলে দিবাঙ্গদের জীবনে রূপান্তর ঘটেছিল। এখন আর দেশে প্রতিবন্ধীদের করুণার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। তাঁরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে, তার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ভারতের ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, ভারতে ২.৬৮ কোটি দিবাঙ্গজন রয়েছে, যা মোট জনসংখ্যার ২.২১%। তাই, সুযোগের সমতা এবং একটি সক্ষম পরিবেশ প্রদান করে, একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৫ সালের ৩ ডিসেম্বর সুগম্য ভারত অভিযান চালু করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয়

ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে। এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য রাজ্য কমিশনার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রধান কমিশনারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ এর ৩৪ নম্বর ধারায় ৪০% বা তার বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৪% সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (১৫-৫৯ বছর) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা।
- আয়-উৎপাদনমূলক কার্যকলাপ, উচ্চ শিক্ষা বা দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং দিবাঙ্গজন স্বাবলম্বন যোজনার অধীনে 'ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপড ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' থেকে সহায়তাকারী যন্ত্র কেনার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা।
- একটি চাকরির পোর্টাল চালু করা হচ্ছে http://www. disabilityjobs.gov.in/। এতে, দিবাঙ্গজনরা চাকরি, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, শিক্ষা বা স্ব-কর্মসংস্থান ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকার ছয় ধরনের বৃত্তি প্রদান করে।
- ভারত সরকার ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডেনটিটি কার্ড পোর্টাল www. swavlambancard.gov.in চালু করেছে। এর লক্ষ্য হল তাৎক্ষনিক সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি জাতীয় ডাটাবেস তৈরি করা। ২০২২ সালের ২০ জুলাই পর্যন্ত দেশে ৭৭ লক্ষেরও বেশি প্রতিবন্ধী শংসাপত্র (ইউডিআইডি) তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৬.০৯ লক্ষ মহিলা রয়েছেন।

গণ ভবনগুলিতে সুগম্যতা নিয়মের সাহায্যে নিশ্চিত করা হয়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-এর ৪৪ নম্বর ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কোনও প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণতা শংসাপত্র বা বিল্ডিং অধিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না যদি না এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ -এ উল্লেখিত বিধি ১৫ পূরণ করতে পারে।

সহজ পরিবহন

- ৩৫টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ৬৯টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরের মধ্যে ৫৫টিতে সুগম্যতার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অ্যারোব্রিজ স্থাপন করা হয়েছে।

রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সুগম্যতা

- এ-ওয়ান, এ, এবং বি বিভাগের মোট ৭০৯টি রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে সুগম্য করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪০৬৮টি রেলস্টেশনকে আংশিকভাবে সুগম্য করা হয়েছে।

গণ পরিবহনে সুগম্যতার ভাগ বৃদ্ধি করা

- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণপরিবহনের যানবাহনগুলির ১০% সম্পূর্ণরূপে সুগম্য। ২০২২ সালের জুলাইয়ের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে ২৯% বাস আংশিকভাবে সুগম্য, এবং প্রায় ৬% সম্পূর্ণ সুগম্য। ২৪টি রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী, ৩৫৩৩টি বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে ৩১২০টি সুগম্য করা হয়েছে।

সরকারি ভবনের সুগম্যতা

- কেন্দ্রীয় সরকারের ১১০৮টি ভবনের মধ্যে ১০৩০টির রেট্রোফিটিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একই সময়ে, সারা দেশে ৪৮টি শহরে ১৬৭১টি ভবনের অ্যাক্সেসিবিলিটি অডিট করা হয়েছে। ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তথ্য অনুযায়ী ১৩১৪টি ভবনের রেট্রো ফিটমেন্ট করা হবে যার মধ্যে ৫৯৫টি ভবনে রেট্রোফিটিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

যোগাযোগ সহজ

- কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রকের ৯৫টি ওয়েবসাইট এবং রাজ্য সরকারের ৬১১টি ওয়েবসাইট সুগম্য করা হয়েছে। সারা দেশে ২৪টি বেসরকারি নিউজ চ্যানেল আংশিকভাবে 'সুগম্য' নিউজ বুলেটিন সম্প্রচার করছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "এতদিন যেখানে মানুষ প্রতিবন্ধীদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখত এখন তাঁরা তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন। ভারতই বিশ্বের একমাত্র দেশ যার মুদ্রাও ব্রেইল লিপিতে লেখা।

২০১৫ সালের আগে সুগম্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দেশে সুরাহা করা হয়নি যদিও ভারত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশন ২০০৭-এর অধীনে বাধাহীন পরিবেশ এবং সুগম্যতা বাড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তবুও, সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য সময়মতো কোনও শক্তিশালী আইন প্রয়োগ করা হয়নি। এর জন্য কোনও কর্মসূচিও ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সকলের সঙ্গে, সকলের

"আজ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ এবং সুগম্যতা প্রদানের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের প্রয়াস দেশের প্রতিটি মানুষ যেন ক্ষমতায়িত হন, এক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠিত হয়, সাম্যের বোধ গড়ে ওঠে, সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং সকলে যেন একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেন।"

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ই-কমিকের সঙ্গে সুগম্য যোদ্ধাদের উৎসাহিত করা

এই প্রচার অভিযানের অধীনে, সুগম্যতা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা গড়ে তুলতে একটি সুগম্য এবং ইন্টারেক্টিভ ই-কমিক বই তৈরি করা হয়েছে। এই কমিক কাহিনীটি এক অল্পবয়সী মেয়ের গল্প বলে যে সুগম্যতার গুরুত্ব শিখে সুগম্য যোদ্ধা হওয়ার শপথ গ্রহণ করে। এনসিইআরটি এবং রাজ্য বোর্ডগুলি প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং বিএড পর্যন্ত পাঠ্যক্রমগুলিতে সুগম্যতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ইশারা ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচার

সাত-আট বছর আগে 'ওয়ান নেশন-ওয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর জন্য যে প্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল, তার কারণে আজ ভারতীয় সাংকেতিক ভাষার অভিধান ১০,০০০ শব্দ রয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ দিবাঙ্গ মানুষ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপকৃত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই তথ্য দিতে গিয়ে হরিয়ানায় পুজোর গল্প বলেছেন। তিনি বলেন "ভারতীয় সাংকেতিক ভাষা নিয়ে পূজা খুব খুশি। আগে তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারতেন না কিন্তু ২০১৮ সালে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং নেওয়ার পর মা ও ছেলে উভয়ের জীবনই সহজ হয়ে গিয়েছে।"

বিকাশ, সকলের বিশ্বাস এবং সকলের প্রয়াসে'র অধীনে এখন দিবাঙ্গজনের জন্য সুগম্যতা একটি অধিকার করা হয়েছে। সুগম্য ভারত প্রচারাভিযান এবং সুগম্যতার অধিকারকে সম্পূর্ণ আইনি শক্তি দেওয়ার জন্য, বর্তমান সরকার ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ কার্যকর করেছে ২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে। দিবাঙ্গজনের জন্য সুগম্যতা একটি অধিকার হয়ে উঠেছে, যেখানে আগে এটি শুধুমাত্র একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ছিল। আইন বা এর বিধি না মানলে জরিমানা ও কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুগম্যতা বোঝা উচিত নয়। এটি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য - তা শৈশব, বার্ধক্য, গর্ভাবস্থা বা অসুস্থতা হোক না কেন। দেশের পরিকাঠামো এবং পরিষেবাগুলি যাতে সকলে সমানভাবে ব্যবহার করতে পারেন, তার জন্য সাধারণ মানুষের মানসিকতা এবং সংবেদনশীলতার পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিবাঙ্গ শব্দটি ব্যবহার করে শুরু করেছিলেন। আসুন সুগম্যতাকে নিজেদের এবং আমাদের প্রিয়জনদের জীবনের একটি অংশ করে তুলি।

সুগম্য ভারত অ্যাপ

সুগম্যতার প্রচারের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে ২০২১ সালের মার্চ মাসে। সুগম্য ভারত অভিযানের তিনটি স্তম্ভ রয়েছে, কোনও সুবিধার না থাকার অভিযোগের নিবন্ধন, জনসাধারণের অংশগ্রহণের জন্য অনুকরণীয় আচরণের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া এবং সুগম্যতার বিষয়ে নির্দেশিকা এবং আদেশ। আপনি আপনার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি লিখে অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন। এই অ্যাপটিও দিবাঙ্গজনরা ব্যবহার করতে পারবেন এবং এটি দশটি আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ রয়েছে। ●

দক্ষিণ ভারত থেকে উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের বার্তা

উন্নত ভারতের গঠনের লক্ষ্যে স্বাধীনতার অমৃত কালে দেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই উন্নয়ন যাত্রা বহুমুখী। এতে সাধারণ মানুষের চাহিদার পাশাপাশি আধুনিক অবকাঠামো এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ এবং ১২ নভেম্বর, দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্য সফর করেছিলেন। তাঁর এই সফর ঐতিহ্যের মাধ্যমে উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। তিনি বেঙ্গালুরুতে মহর্ষি বাল্মীকি, শ্রী নাদপ্রভু কেম্পগৌড়া এবং সাধক কবি শ্রী কনক দাসকে প্রণাম জানিয়ে সফর শুরু করেছিলেন। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানাও প্রায় ২৫০০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ ভারতের প্রথম বন্দে ভারত ট্রেন, একটি নতুন বিমানবন্দর টার্মিনাল, একটি ছয়-লেনের গ্রিনফিল্ড অর্থনৈতিক করিডোর, একটি সার কারখানা এবং অন্যান্য প্রকল্প।

ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশে দক্ষিণ ভারতের অবদান অনস্বীকার্য, ঠিক তেমনই দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে দক্ষিণের। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত, সমগ্র দেশে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ এবং ১২ নভেম্বর কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা সফর করেছিলেন, ভারতের উন্নয়নে এই রাজ্যগুলির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহান

বেঙ্গালুরু: আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আরও একটি টার্মিনাল

'গার্ডেন সিটি'র প্রতি শ্রদ্ধা হিসাবে বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে টার্মিনাল-২ নকশা করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হল ভ্রমণকারীদের "বাগানে হাঁটার" অভিজ্ঞতা প্রদান করা। ভ্রমণকারীরা ১০,০০০ বর্গ মিটারের বেশি সবুজ দেওয়াল, ঝুলন্ত বাগান এবং বাগানের মধ্য দিয়ে যাবে। বিমানবন্দরটি ইতিমধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তির ১০০% ব্যবহার করে সুস্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানদণ্ড স্থাপন করেছে। টার্মিনাল-২ তৈরি করার সময় এর নকশায় সুস্থায়ী উন্নয়নের নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত একটি জনসাধারণের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও উল্লেখ করেছেন কর্ণাটক ভারতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেছিলেন যে আজ ভারত সারা বিশ্বে স্টার্ট আপের জন্য স্বীকৃত। এবং ব্যাঙ্গালোর, ভারতের পরিচয়কে আরও মজবুত এবং উজ্জ্বল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সারা বিশ্বে ভারতে বিনিয়োগের জন্য যে অভূতপূর্ব আস্থা তৈরি হয়েছে তার থেকে কর্ণাটকও বিশাল সুবিধা পাচ্ছে। গত তিন বছরে, যখন সমগ্র বিশ্ব কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, সেই সময় কর্ণাটকে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। গত বছরে এফডিআই ক্ষেত্রে কর্ণাটক দেশের মধ্যে শীর্ষ স্থানে ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিমগুলির মাধ্যমে কর্ণাটকে সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "দেশের দরিদ্ররা ৩.৪ কোটি পাকা বাড়ি পেয়েছে, যার মধ্যে ৪ লক্ষ শুধু কর্ণাটকে দেওয়া হয়েছে। জলজীবন মিশনের অংশ হিসাবে দেশে সাত কোটিরও বেশি কলের জলের সংযোগ রয়েছে, এর মধ্যে ৩০ লক্ষ সংযোগ কর্ণাটকে রয়েছে। দেশের চার কোটি রোগী রয়েছেন যারা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে ৩০ লক্ষ রয়েছেন কর্ণাটকে। প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ যোজনার অধীনে কর্ণাটকের ৫৫ লক্ষেরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ১১০০০ কোটি টাকা স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যেখানে স্বনিধি প্রকল্পের অধীনে ২ লক্ষ ফেরিওয়ালা সহায়তা পেয়েছেন।

সাধক কনক দাসের জন্মবার্ষিকীতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেঙ্গালুরুতে তাঁর এবং মহর্ষি বাল্মীকির মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর সফরের সূচনা করেছিলেন। নাদপ্রভু কেম্পেগৌড়ার একটি ১০৮ ফুট লম্বা ব্রোঞ্জের মূর্তিও উন্মোচন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' খ্যাত রাম ভি. সুতার এই মূর্তিটির নকশা ও ভাস্কর্য করেছিলেন। এটি নির্মাণে ৯৮ টন ব্রোঞ্জ এবং ১২০ টন ইস্পাত ব্যবহৃত হয়েছিল। নাদপ্রভু কেম্পেগৌড়া ষোড়শ শতকে বিজয়নগর সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। নাদপ্রভু কেম্পেগৌড়াকে বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। কেম্পেগৌড়া পানীয় এবং কৃষি কাজের জন্য শহরে প্রায় এক হাজার হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন। কেম্পেগৌড়া দক্ষিণ কর্ণাটকের প্রভাবশালী কৃষি ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন।

সেই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতকে প্রথম বন্দে ভারত ট্রেন উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ক্রান্তিবীর সাঙ্গোলি রায়ান্না রেলওয়ে স্টেশনে চেন্নাই থেকে মহীশুর পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেন। এটি দেশের পঞ্চম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন। তিনি তীর্থযাত্রীদের জন্য বেঙ্গালুরু

অন্ধ্রপ্রদেশে অর্থনৈতিক করিডোর-সহ ডিপ ওয়াটার ব্লক প্রকল্প

- তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিনে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ১০,৫০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তার মধ্যে কিছু প্রকল্প দেশকে উৎসর্গ করেন। এটি উপকূলীয় গভীর জল ব্লক প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষের একটি বিশেষ গুণ রয়েছে: তাঁরা খুব স্নেহপ্রবণ এবং উদ্যোগী হন।"

- আজ, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি কোণে, অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষেরা প্রতিটি কাজে তাঁদের প্রতিভা, দক্ষতা প্রদর্শন করছেন। শিক্ষা হোক বা উদ্যোক্তা, প্রযুক্তি বা চিকিৎসা, অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য একটি বিশেষ স্থান তৈরি করেছে। দশ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিশাখাপত্তনমের আকাঙ্ক্ষা পূরণের একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছয় লেনের গ্রিনফিল্ড রায়পুর-বিশাখাপত্তনম অর্থনৈতিক করিডোরের অন্ধ্রপ্রদেশ বিভাগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এটি ৩৭৫০ কোটি টাকার বেশি অর্থে নির্মিত হবে। এই অর্থনৈতিক করিডোরটি ছত্তিশগড় এবং ওড়িশার শিল্প কেন্দ্রগুলির মধ্যে, বিশাখাপত্তনম বন্দর এবং চেন্নাই-কলকাতা জাতীয় মহাসড়কের মধ্যে দ্রুত সংযোগ প্রদান করবে।

- প্রধানমন্ত্রী বিশাখাপত্তনমের কনভেন্ট জংশন থেকে শীলানগর জংশন পর্যন্ত একটি নিবেদিত বন্দর সড়কের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছেন। এটি স্থানীয় গাড়ি এবং বন্দরগামী মালবাহী ট্রাকগুলিকে আলাদা করে বিশাখাপত্তনম শহরের যানজট হ্রাস করবে।

- তিনি শ্রীকাকুলাম-গজপতি করিডোরের অংশ হিসাবে এনএইচ-৩২৬এ-এর পাথাপত্তনম বিভাগটিও দেশের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এটি নির্মাণে ২০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অন্ধ্রপ্রদেশে ওএনজিসি'র 'ইউ-ফিল্ড অনশোর ডিপ ওয়াটার ব্লক' প্রকল্পটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এর জন্য খরচ হয়েছে ২৯০০ কোটি টাকারও অর্থ। এটি প্রতিদিন প্রায় ৩ মিলিয়ন মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপাদন করবে।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিশাখাপত্তনম রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন। স্টেশনে প্রতিদিন ৭৫,০০০ জন যাত্রী যাতায়াত করবেন। এর ফলে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে।

থেকে বারাণসী (কাশী) পর্যন্ত ভারত গৌরব কাশী দর্শন ট্রেনটির উদ্বোধন করেন। ভারত গৌরব যাত্রা ট্রেন প্রথম কর্ণাটক রাজ্য থেকেই শুরু হল। এটি একটি তীর্থভ্রমণ বিশেষ ট্রেন যা কর্ণাটকের বাসিন্দাদের কাশী, অযোধ্যা এবং প্রয়াগরাজের মতো ঐতিহাসিক শহরগুলি ভ্রমণে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় ২৫০০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পও চালু করেছেন। বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আরেকটি টার্মিনাল পেয়েছে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং ভারত গৌরব যাত্রা ট্রেনের সূচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নাদাপ্রভু কেম্পেগৌড়ার একটি মূর্তি এবং টার্মিনাল-২-এর উদ্বোধন করেছেন।

তেলেঙ্গানায় ৯৫০০ কোটি টাকা মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তেলেঙ্গানার রামাগুন্ডামে সার প্ল্যান্টটি দেশকে উৎসর্গ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালের ৭ আগস্ট এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই প্ল্যান্টটি সার উৎপাদনে দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রামাগুন্ডাম প্ল্যান্টটি প্রতি বছর ১২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন দেশীয় নিমযুক্ত ইউরিয়া উৎপাদন করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১০০০ কোটি টাকা অর্থে নির্মিত ভদ্রাচলম রোড-সত্তুপল্লী রেললাইনেরও উদ্বোধন করেছেন।

এর পাশাপাশি তিনি ২২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। রামাগুন্ডামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী সিঙ্গারেনি কোলিয়ারি কোম্পানি লিমিটেড (এসসিসিএল) এবং বিভিন্ন কয়লা খনি সম্পর্কে গুজব সম্পর্কে বলেন, "দেশ যখন বিকাশ লাভ করে, তখন উন্নয়নমূলক কাজগুলির গতি বৃদ্ধি পায়। কখনও কখনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কিছু বিকৃত মানসিকতার মানুষ গুজব ছড়ান। তেলেঙ্গানায় আজকাল 'সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিজ কোম্পানি লিমিটেড' এবং বিভিন্ন কয়লা খনি নিয়ে একই ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, 'সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিজ কোম্পানি লিমিটেডে' তেলেঙ্গানা রাজ্য সরকারের ৫১% শেয়ার রয়েছে, যেখানে ভারত সরকারের রয়েছে ৪৯%। কেন্দ্রীয় সরকার এসসিসিএল-এর বেসরকারিকরণ সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিজস্ব স্তরে নিতে পারে না। এসসিসিএল-এর বেসরকারিকরণের কোনও প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিবেচনাধীন নয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের সেই ইচ্ছাও নেই। ●

দিন্দিগুলের গান্ধীগ্রামে প্রধানমন্ত্রী বলেন

"বর্তমান সময়ে মহাত্মা গান্ধী অধিক প্রাসঙ্গিক"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ নভেম্বর তামিলনাড়ুর দিন্দিগুলে গান্ধীগ্রাম গ্রামীণ সংস্থার ৩৬তম সমাবর্তনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সমাবর্তনে, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ২৩০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে গান্ধীগ্রাম সফর তাঁর কাছে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা। মহাত্মা গান্ধী যে প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছিলেন, তিনি সে কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, "এই প্রতিষ্ঠানে আমি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও গ্রামোন্নয়নের চেতনা দেখতে পাচ্ছি। গান্ধীবাদী জীবনধারা পড়ুয়াদের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং শিক্ষার্থীরা যদি মহাত্মা গান্ধীর নীতি মেনে চলেন, তাহলে তা মহাত্মার প্রতি সর্বোত্তম শ্রদ্ধা জানানো হবে।" প্রধানমন্ত্রী 'খাদি ফর নেশন, খাদি ফর ফ্যাশন'-এর উদাহরণ তুলে ধরেন যা দীর্ঘদিন পর এই অবহেলিত বস্ত্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

তিনি জানান যে গত আট বছরে খাদির বিক্রি ৩০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদি ও গ্রামশিল্প কমিশন গত বছর ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি রেকর্ড ব্যবসা করেছে। তিনি আরও বলেন, "এখন আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলিও খাদির পরিবেশ বান্ধব বৈশিষ্ট্যের কারণে খাদি গ্রহণ করছে। এটি গণ-উৎপাদনের বিপ্লব নয়, জনগণের দ্বারা উৎপাদনের বিপ্লব।" মহাত্মা গান্ধী কীভাবে খাদিকে গ্রামে স্বনির্ভরতার মাধ্যম হিসাবে দেখেছিলেন তা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সরকার তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত, কারণ আমরা এক স্বনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তামিলনাড়ু স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। এটি আবার স্বনির্ভর ভারত গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"

বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও, ভারত বিশ্বের কাছে আশার বিন্দু হয়ে উঠেছে

সমগ্র বিশ্বের উপর কোভিড মহামারি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সঙ্গে কিছু দেশের মধ্যে বিরোধ সংকট এবং অনিশ্চয়তা আরও বৃদ্ধি করেছিল। ভারতেও যুদ্ধ এবং মহামারী দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। এতদসত্ত্বেও বিশ্ব আজ ভারতের দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা রয়েছে তবে সমস্ত দেশ ভারতীয় অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা এবং শক্তিতে একমত। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ব এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভারতের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। ভারত বিশ্বের বহু দেশে প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং টিকা সরবরাহ করেছিল। বাজারে উত্থান-পতন চলতেই থাকে, কিন্তু ১৩০ কোটি ভারতীয়দের আকাঙ্ক্ষা আমাদের দেশীয় বাজারকে শক্তিশালী করেছে। আমাদের দেশীয় বাজার যে স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে তা গত আট বছরে সংস্কারের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

গত বছর, ভারত প্রায় ৮৪ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ পেয়েছে। বিশ্ব সেই সময় যুদ্ধ ও মহামারির দ্বৈত সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। এমনকি বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের এই যুগেও সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা ভারতকে আশার আলো হিসাবে দেখেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শিতার কারণে তা সম্ভব হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে ভারত সংকটের পর্যায় থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বের সবচেয়ে পছন্দের বিনিয়োগ গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। ভারতে পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করার সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "এক নতুন ভারত গড়ে তোলা সম্ভব শুধুমাত্র সাহসী সংস্কার, উন্নত পরিকাঠামো এবং সেরা প্রতিভার মাধ্যমেই। আজ সরকারের প্রতিটি সেক্টরে সংস্কার হচ্ছে।

জিএসটি এবং ইনসলভেন্সি ব্যাঙ্ক্রাপ্সি কোডের মতো সংস্কার করা হয়েছিল।"

ব্যাঙ্কিং খাতে সংস্কারসহ বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা হয়। একইভাবে ইউপিআই-এর মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশে ডিজিটাল বিপ্লব আনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। ভারত ১৫ হাজারেরও বেশি অপ্রচলিত আইন বাতিল করেছে এবং প্রায় ৪০ হাজার অপ্রয়োজনীয় সম্মতি বাতিল করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আমরা অনেক বিধান সংস্কারও করেছি। আমরা কর্পোরেট করের হার কমানোর মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, পাশাপাশি মুখবিহীন মূল্যায়নের মতো সংস্কারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে এফডিআইয়ের জন্য নতুন খাত উন্মুক্ত করা হয়েছে। ড্রোন, ভূ-স্থানিক ক্ষেত্র, মহাকাশ খাত এবং এমনকি প্রতিরক্ষার মতো সেক্টরে ভারতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আজ যখন বিশ্ব ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-এর দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন এই শিল্প বিপ্লবে ভারতীয় যুবকদের ভূমিকা এবং প্রতিভা দেখে বিশ্ব অবাক। বছরের পর বছর ধরে ভারতের যুবকরা ১০০টিরও বেশি ইউনিকর্ন তৈরি করেছে। আট বছরে ভারতে ৮০ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ গঠিত হয়েছে। নব ভারতের যাত্রায় কর্ণাটকের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "কর্নাটক সহজে ব্যবসা করার তালিকায় শীর্ষে তার অবস্থান বজায় রেখেছে। এই কারণেই এফডিআইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ণাটকের নাম শীর্ষ রাজ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতের একশোটি'র বেশি ইউনিকর্নের মধ্যে ৪০টিরও বেশি কর্ণাটকে রয়েছে। কর্ণাটককে আজ বিশ্বের বৃহত্তম প্রযুক্তি ক্লাস্টার হিসাবে গণ্য করা হয়। শিল্প থেকে তথ্য প্রযুক্তি, ফিনটেক থেকে বায়োটেক, স্টার্টআপ থেকে টেকসই শক্তি, কর্ণাটক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন আখ্যান রচনা করেছে।"

অর্থনীতির ক্ষেত্রে কর্ণাটকের কিছু উন্নয়ন পরিসংখ্যান এমন যে শুধু ভারতের অন্যান্য রাজ্য নয়, কিছু দেশকেও চ্যালেঞ্জ করছে। আজ ভারত জাতীয় সেমি-কন্ডাক্টর মিশনের সঙ্গে উৎপাদন ক্ষেত্রে এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এতে কর্ণাটকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার 'টেক ইকো-সিস্টেম' চিপ ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ●

মানগড় ধাম

আদিবাসী বীরদের দৃঢ়তা, ত্যাগ এবং দেশপ্রেমের প্রতিফলন

যখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল, তখন গোবিন্দ গুরু ভীল আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা এবং তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। মানগড় ধাম গোবিন্দ গুরুর আত্মত্যাগ এবং মাতৃভূমির জন্য জীবনদানকারী শত শত আদিবাসীদের আত্মত্যাগের প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের ১ নভেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামী আদিবাসী অজানা বীর ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 'মানগড় ধাম কি গৌরব গাথা'-তে যোগদান করেছিলেন।

আদিবাসী সমাজ না থাকলে ভারতের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কাহিনি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় আদিবাসী বীরদের আখ্যান রয়েছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগেও আদিবাসী সমাজ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেছিল। ১৭৮০ সালে তিলকা মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতালরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এমন কোনো সময় নেই যখন আদিবাসী সমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বলিদান দেয়নি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজস্থানের বাঁশওয়ারার মানগড় পাহাড়ে 'মানগড় ধাম কি গৌরব গাথা' নামে একটি গণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আদিবাসী বীরদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আমরা আদিবাসী সমাজের আত্মত্যাগের জন্য ঋণী। আমরা তাঁদের অবদানের জন্য ঋণী। এই সমাজ প্রকৃতি, পরিবেশ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ভারতের চরিত্রকে সংরক্ষণ ও লালন করেছে। এখন সময় এসেছে আদিবাসী সমাজের মানুষদের সেবার মাধ্যমে তাঁদের অবদানের

গোবিন্দ গুরু ছিলেন ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতিনিধি

গোবিন্দ গুরু শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় নির্মাণ, শিশুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ, প্রবীণদের সনাতন ধর্ম অনুসরণে অনুপ্রাণিত করা, শুধুমাত্র দেশীয় পণ্য ব্যবহার করা, মদ ও আমিষ খাওয়া থেকে বিরত থাকার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক, আধ্যাত্মিক গুরু, সাধক এবং জননেতা। গোবিন্দ গুরু ভীলদের মধ্যে শুধু সমাজ সংস্কারের শিখাই প্রজ্বলিত করেননি, তিনি তাঁদের মধ্যে স্বরাজের ভাবনাও প্রসারিত করেছিলেন। এদিকে, ব্রিটিশরা জানতে পারে যে গোবিন্দ গুরু এবং তাঁর অনুসারীরা একটি সভার জন্য বড় সমাবেশ করার পরিকল্পনা করছেন, যেখানে ভীলরাও ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারে। ১৯১৩ সালের ১৭ নভেম্বর গোবিন্দ গুরুর নেতৃত্বে ভীল সম্প্রদায়ের ১.৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ মানগড় পাহাড়ে সমাবেশ করেছিলেন।

ব্রিটিশরা এই সভায় গুলি চালায়, যা মানগড় গণহত্যা নামে পরিচিত। দুই ঘণ্টা ধরে গুলিবর্ষণের ফলে ১৫০০ জনেরও বেশি ভীল আদিবাসীর মৃত্যু হয়। গোবিন্দ গুরুকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও পরে তার সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গোবিন্দ গুরু কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাকি জীবন মানুষের সেবায় অতিবাহিত করেন। তিনি গানের মাধ্যমে ভীলদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন। গোবিন্দ গুরু আদিবাসীদের মধ্যে ভক্তির শিখা প্রজ্বলিত করেছিলেন।

দেশে আদিবাসী সমাজের সুবিধার জন্য সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে

- এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাম্বুঘড়া ভ্রমণ করেন, যেখানে তিনি গোবিন্দ গুরুর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করেন।
- ১৫ নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারা দেশে 'আদিবাসী গৌরব দিবস' পালন করা হয়। এই দিনটি স্বাধীনতা সংগ্রামে উপজাতীয় জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার একটি প্রয়াস।
- আজ, আদিবাসী সমাজের অতীত এবং ইতিহাস সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য সারা দেশে আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি নিবেদিত বিশেষ জাদুঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।
- 'বনবন্ধু কল্যাণ যোজনা'র মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা এখন জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন।
- আদিবাসী এলাকাগুলিও ডিজিটাল ভারতের অংশ হয়ে উঠছে। ঐতিহ্যগত দক্ষতার পাশাপাশি আদিবাসী যুবকদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে; এ জন্য 'একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

স্বীকৃতি দেওয়ার। 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে'র অংশ হিসাবে, সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অজানা আদিবাসী বীরদের স্মরণে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এই উপলক্ষ্যে ভীল মুক্তিযোদ্ধা গোবিন্দ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "গোবিন্দ গুরুর মতো মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতিনিধি।" তিনি কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন হাজার হাজার আদিবাসীর নায়ক। তিনি তাঁর পরিবারকে হারিয়েছিলেন কিন্তু সাহস হারাননি। প্রতিটি আদিবাসী, দরিদ্র এবং ভারতীয় তাঁর পরিবারের সদস্য হয়েছিলেন। রাজস্থান, গুজরাত এবং মধ্যপ্রদেশের ভীল সম্প্রদায় এবং অন্যান্য উপজাতির মানুষদের কাছে মানগড় পাহাড়ের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, ভীল এবং অন্যান্য উপজাতিরা এখানে দীর্ঘ সময় ধরে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। ●

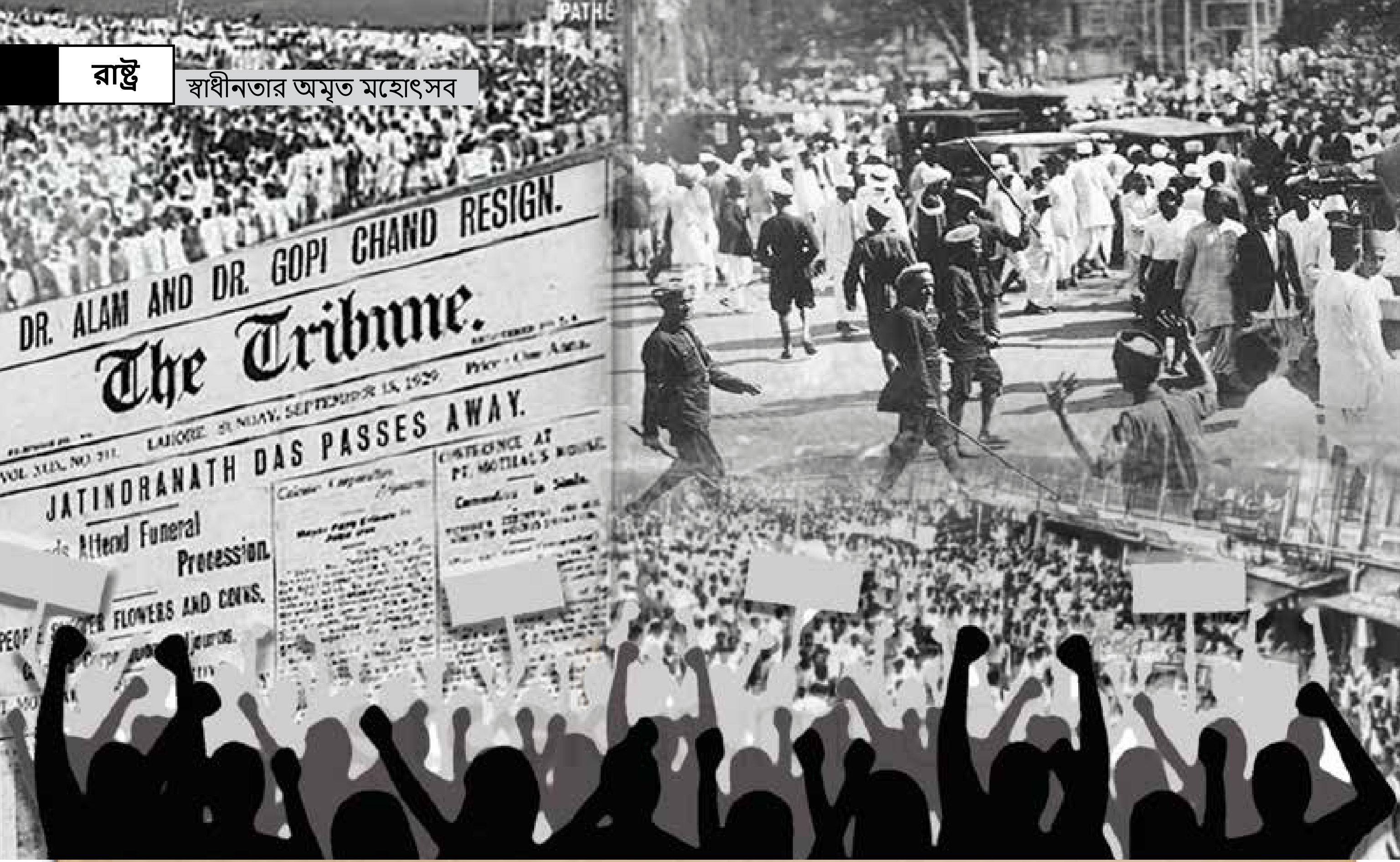

বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল
ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান করা

আমাদের দেশ একদিনে স্বাধীন হয়নি; তার জন্য বিপ্লবীদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান করতে বহু বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন। দেশকে মুক্তি করার লড়াইয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ও ব্যক্তিগত কষ্ট-যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা অবিচল ছিলেন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করা। দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মানসিকতা গ্রহণ করে বিপ্লবীরা ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতি ও দমন-পীড়নের মোকাবিলা করেছিলেন। "আজাদি কা অমৃত মহোৎসব" সিরিজের এই পর্বে নানা পাতিল, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার এবং অনন্ত সিং-এর জীবনকাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।

অনন্ত সিং: বিপ্লবীদের জন্য বোমা ও কার্তুজ তৈরি করেছিলেন

জন্ম- ১ ডিসেম্বর, ১৯০৩। মৃত্যু- ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯

স্বাধীনতা সংগ্রামী অনন্ত সিং ১৯০৩ সালের ১ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা আগ্রা (উত্তরপ্রদেশ) থেকে বাংলায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি যখন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলেন, সেই সময় তিনি মাস্টার দা সূর্যসেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জন্য তিনি স্কুলশিক্ষায় ইতি টানেন। তিনি ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং তাঁর সহপাঠীদের একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯২২ সালে আন্দোলন থেমে গেলে, তিনি দ্রুত বিপ্লবী কাজে ফিরে আসেন এবং সূর্য সেনের অন্যতম প্রধান ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন। দেশকে স্বাধীন করতে সাহায্য করার জন্য তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং এর জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। তাঁর মধ্যে ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার এতটাই আবেগ ছিল যে তিনি বিপ্লবীদের জন্য বোমা এবং কার্তুজ তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। বোমা ও কার্তুজ তৈরিতে তিনি বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। মনে করা হয় অনন্ত সিংয়ের সাংগঠনিক দক্ষতা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে অভিযান চালাতে বিপ্লবীদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল।

চট্টগ্রামে ব্রিটিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন অনন্ত সিং। এই পরিকল্পনার জন্য তিনি অস্ত্রও সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। চট্টগ্রামের ঘটনার পর অনন্ত সিং ফরাসি শাসনাধীন চন্দননগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সহযোগীদের বিচার ও নির্যাতনের কথা জানতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কারাগারের ভিতরে থাকাকালীন অবস্থায় ডিনামাইট বিস্ফোরণে তা উড়িয়ে দেওয়ার। এ জন্য তিনি কারাগারের দেওয়ালে বোমা রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু ধরা পড়ে যান। অনন্ত সিং এবং অন্য নয়জন বন্দিকে তখন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেলে স্থানান্তর করা হয়। অনন্ত সিং জেলের ভিতরে অনশন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের পর, তাঁকে সেলুলার জেল থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। অনন্ত সিং স্বাধীনতার এক বছর আগে ১৯৪৬ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পান। পরে, অনন্ত সিং তাঁর বিপ্লবী অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, মাস্টারদা, স্বপ্ন ও সাধনা প্রভৃতি। অনন্ত সিং ১৯৭৯ সালের ২৫ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারতের মোট সেচ এলাকায় বৃদ্ধি

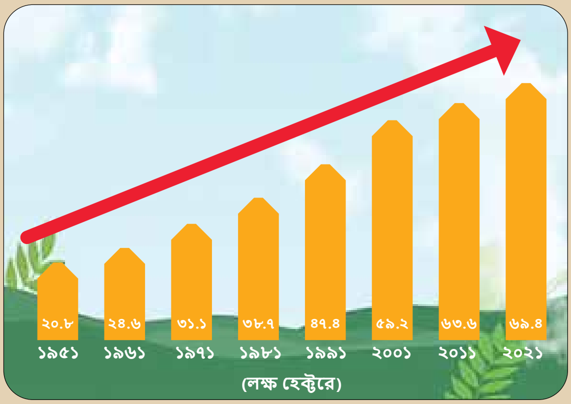

তিন গুণ - ১৯৫১ সাল থেকে মোট সেচ এলাকার বৃদ্ধি।

ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে জল ব্যবহারের দক্ষতার উপর গুরুত্ব।

২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনা চালু।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের মতো একটি কৃষিপ্রধান দেশকে তার প্রয়োজন অনুসারে গড়ে তোলা উচিৎ। কারণ কৃষি পরিবর্তন গ্রামজীবনে পরিবর্তন আনার পক্ষে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। এ কারণে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, চাষের খরচ হ্রাস, কৃষকদের সস্তায় বীজ এবং সার বণ্টন, উৎপাদিত পণ্য বাজার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মতো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টিকে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। তৃণমূল স্তর থেকে এই ধরনের অনেক নতুন ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে এবং বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলিকে উন্নত করা হচ্ছে। ভারতে মোট সেচ এলাকাও বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন। যদিও ১৯৫১ সাল থেকে মোট সেচযুক্ত এলাকা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে জল ব্যবহারের দক্ষতার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালে, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনা চালু করা হয়েছিল। সরকার 'পার ড্রপ, মোর ক্রপ' বা 'প্রতিটি ফোঁটায় আরও ফসল'- এই ভাবনার উপর জোর দিচ্ছে।

একটি সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করে, নানা পাটিল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন

জন্ম- ৩ আগস্ট, ১৯০০ মৃত্যু- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬

নানা পাটিল 'ক্রান্তি সিংহ' নামে পরিচিত ছিলেন। এই স্বাধীনতা সংগ্রামী ১৯০০ সালের ৩ আগস্ট মহারাষ্ট্রের সাংলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। নানা পাটিল ১৯১৯ সালে প্রার্থনা সমাজের সঙ্গে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ শুরু করেন। দশ বছর ধরে, তিনি বঞ্চিত মানুষদের সাহায্য করার জন্য প্রার্থনা সমাজ এবং সত্যশোধক সমাজের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তিনি সারা জীবন দরিদ্র ও কৃষকদের অধিকারের জন্য এবং জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে তিনি সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য নানা পাটিল তাঁর সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নানা পাটিলকে বেশ কয়েকবার কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তিনি ৪৪ মাস অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়, নানা পাটিল মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলায় 'ক্রান্তিকারি সরকার' প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলটি নিজস্ব সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে প্রকাশ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করেছিল। নানা পাটিল তাঁর সমান্তরাল সরকারের অংশ হিসাবে গ্রাম কমিটি গঠন করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে, গ্রামে পাওয়া সমস্ত বিদেশি পোশাক পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিঃস্বার্থ ও সমান্তরাল সরকারের নীতি মেনে এই কমিটিগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, ক্রান্তিকারি সরকারের সদস্যরা ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অনেক নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। তাঁরা ডাকঘর পুড়িয়ে দিত এবং মাঝে মাঝে রেললাইন উপড়ে ফেলত। তাঁরা মাঝে মাঝে টেলিফোন লাইনও উপড়ে ফেলতেন। এই সংগ্রামে নানা পাটিলের পরিবার ও সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। নানা পাটিলের কার্যকলাপ ব্রিটিশদের শঙ্কিত করেছিল। সেই কারণে তারা নানা পাটিলকে ধরতে সহায়তা করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। যাইহোক, ব্রিটিশরা এই প্রচেষ্টায় সফল হতে পারেনি এবং নানা পাটিল নিজের কাজ চালিয়ে যান। মহারাষ্ট্রের অনেক তরুণ নানা পাটিলের সমান্তরাল সরকারি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। দেশীয় পণ্যের মূল্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। তিনি জনগণকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার পরও তিনি দেশের সেবায় সক্রিয় ছিলেন। নানা পাটিলও মহারাষ্ট্র রাজ্য সৃষ্টির জন্য আচার্য আত্রের সাথে লড়াই করেছিলেন। ১৯৭৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

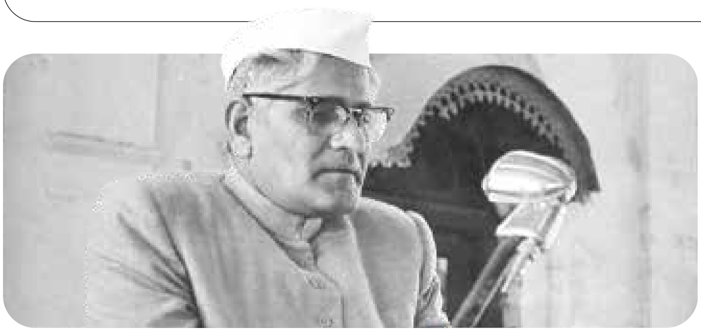

অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার: তিনি ভগৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গীদের দেশপ্রেমের পাঠ শিখিয়েছিলেন

জন্ম- ৮ ডিসেম্বর, ১৯০১। মৃত্যু- ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

সামাজিক কর্মী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার ১৯০১ সালের ৮ ডিসেম্বর অবিভক্ত পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র একজন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে দেশের স্বাধীনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি, একজন সাংবাদিক, সমাজকর্মী, কৃষক বন্ধু এবং সাংসদ হিসেবে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার আর্য সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পরে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। লালা লাজপত রায় যখন 'সার্ভেন্ট অফ দ্য পিপলস সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, বলবন্তরাই মেহতা

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘ হত্যার পর বাঘা যতীন নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন

জন্ম- ৭ ডিসেম্বর, ১৮৭৯। মৃত্যু- ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৭৯ সালের ৭ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে তিনি একটি বাঘ মেরে গ্রামবাসীদের বাঁচিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর থেকে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীন নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। যতীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯০৮ সালে, তিনি শিলিগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে তিনজন ব্রিটিশ অফিসারকে মারধর করেন। এর ফলে ব্রিটিশদের চোখে তিনি ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠেন। বলা হয়, যতীন্দ্রনাথ কারো সঙ্গে অন্যায় আচরণ সহ্য করতে পারতেন না। যতীন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই সাহসী এবং শারীরিকভাবে শক্তিশালী ছিলেন, যার কারণে ব্রিটিশরাও তাঁকে ভয় পেত। শ্রী অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে একটি গোপন সংগঠন তৈরির নির্দেশ দেন, যা যুগান্তর নামে পরিচিত হয়।

বাঘা যতীন এই যুগান্তর সংগঠনের প্রধান ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে এটি ছিল বিপ্লবীদের একটি বড় সংগঠন। তিনি অনেক তরুণকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বাঘা যতীন বলতেন, 'আমরা মরবো, জগৎ জাগবে'। তৎকালীন কলকাতায় 'রাদা', 'বালিয়া ঘাট,' 'গার্ডেন রিচ'-এ বন্দুক-কার্তুজ কোম্পানির বড় বড় ডাকাতির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম জড়িত ছিল।

দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান করতে যতীন অন্য দেশের সাহায্য চেয়েছিলেন। এবং ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে জার্মানি থেকে আগত অস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশরা বিপ্লবীদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। ব্রিটিশরা তখন দলটির ওপর আক্রমণ শুরু করে। বুড়িবালামের তীরে বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীরা সাহসিকতার সঙ্গে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও বাঘা যতীন গুরুতর আহত হন। সমস্ত অস্ত্র ব্রিটিশরা বাজেয়াপ্ত করে। সংঘর্ষে চিত্তপ্রিয় রাই নামে একজন বিপ্লবী নিহত হন এবং বিপ্লবী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী পরের দিন অর্থাৎ ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর সিটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঘা যতীনকে তাঁর শহীদ দিবসের শতবর্ষে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেছেন, "আমি বাঘা যতীনের প্রতি প্রণাম জানাই। আমাদের মাতৃভূমির জন্য তাঁর সাহস এবং আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

এবং আরও অনেকে এই সংগঠনে যোগদান করেছিলেন। অমরনাথ বিদ্যালঙ্কারকে লাহোর ন্যাশনাল কলেজে ইতিহাস পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তখন ভগৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গীরাও অধ্যয়ন করেছিলেন। লাহোর ন্যাশনাল কলেজ বন্ধ হওয়ার পর, লালা লাজপত রায় অমরনাথ বিদ্যালঙ্কারকে হিসারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের শিকার মানুষদের সাহায্য করার জন্য পাঠান।

এরই মধ্যে তিনি দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা করার পাশাপাশি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজও করেছেন। হরিয়ানায় শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী পাঞ্জাবের গ্রামে কৃষক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি শ্রম সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। শুধু তাই নয়, তিনি পাঞ্জাব কেশরী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

গোলটেবিল সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য তাঁর সম্পাদকীয় লেখাগুলির জন্য ১৯৩১ সালে অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার দুই বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বিদ্যালঙ্কারকেও দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে তিনি জনগণকে সহায়তা করার জন্য উদ্ধারকারী দল গঠন করেন। স্বাধীনতার পরও তিনি সক্রিয়ভাবে দেশের কল্যাণে কাজ করেছেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব সরকারের একজন মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনবার লোকসভায় নির্বাচিত হন। বিদ্যালঙ্কার বেশ কিছু বইও লিখেছেন। ১৯৮৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ●

ভারতীয়তার মহান ভক্ত

'এলারুম আমরনিল্লাই আয়েদুমনান মুরাইআই ইন্ডিয়া উলাগিরাককু আলিককুম'-এর মানে ভারত সারা বিশ্বকে সমস্ত ধরণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথে নেতৃত্ব দেবে। রাষ্ট্রকবি সুব্রাহ্মণিয়া ভারতী বহু বছর আগে দেশ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে এই কথাগুলি লিখেছিলেন। রাষ্ট্রকবি সুব্রাহ্মণিয়া ভারতীর এই কথাগুলি দিয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৮ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাচীর থেকে দেশের সামনে এক নতুন ভারতের রূপকল্প উপস্থাপন করেছিলেন। সুব্রাহ্মণিয়া ভারতী কেবল একজন লেখক বা কবিই ছিলেন না, তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। শিক্ষাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা, ধারণা সময়ের থেকে কয়েক দশক এগিয়ে ছিল। সারাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তামিলভাষী মানুষ তাঁকে মহাকবি ভারতীয়ার নামে সম্বোধন করেন।

এই মহান কবি ১৮৮২ সালের ১১ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর থুথুকুডি জেলার ইটায়াপুরম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা ছিলেন লক্ষ্মী আম্মাল এবং পিতা চিন্নাস্বামী আইয়ার। শৈশবে তাঁর নাম ছিল সুবাইয়া। তামিল পণ্ডিত এবং এট্টাপুরম মহারাজার বন্ধু বাবাকে দেখেই সুবাইয়ার ভাষার প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। সম্ভবত এই কারণেই সুব্রাহ্মণিয়া ভারতী সমস্ত মহিলাদের মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন এবং সারা জীবন মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি তামিল ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। এট্টেপুরম আদালতে তামিল পণ্ডিতদের একটি বিতর্কে, 'শিক্ষা' বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এই ঘটনার পরে 'এট্টেপুরম সুবাইয়্যা' 'ভারতী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

ভারতী ১৮৯৭ সালের জুন মাসে মাত্র ১৪ বছর বয়সে চেল্লাম্মার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরের বছর তাঁর বাবার অকালমৃত্যু হয়। ফলে পরিবারের দায়িত্ব পড়ল ভারতীর কাঁধে। তিনি চেল্লাম্মাকে তাঁর মাতৃগৃহে পাঠিয়ে নিজে বারাণসী চলে যান। ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত, তিনি বারাণসীতে থাকতেন। সেখানে, তিনি তিনটি নতুন ভাষা শিখেছিলেন: সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরেজি। তিনি হিন্দু কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯০৪ সালে তিনি চেন্নাইয়ে গিয়ে দৈনিক 'স্বদেশমিত্রান' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে চাকরি নেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে, কলকাতা কংগ্রেস থেকে ফেরার পথে, ভারতী স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেন। এই বৈঠকের পর, তিনি নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে একজন বলিষ্ঠ সমর্থক হয়ে ওঠেন। মহাকবি ভারতীর মাধ্যমে তামিল সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

১৯০৩ সালে, ভারতীর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। দেশাত্মবোধক গানের কারণে ভারতীকে জাতীয় কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর কবিতাগুলি সমস্ত ভারতীয় ভাষায় ব্যাপকভাবে অনূদিত এবং জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁকে তামিলনাড়ু এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি যেখানেই থাকতেন সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিশে যেতেন, এবং প্রতিটি রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক সংকটে তাঁদের নেতৃত্ব দিতেন। ভারতী তাঁর কবিতার মাধ্যমে বহু বছর আগে ভারতের স্বাধীনতার আনন্দ অনুভব করেছিলেন। ভারতী ইংরেজি কাব্য শৈলী দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন এবং তিনি শাল্লিদাসন নামে ইংরেজি কবিতাগুলি তামিল ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি তামিল ভাষায় ভাষ্য, সম্পাদকীয়, ছোট গল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন। আধুনিক তামিল সাহিত্য ধারায় তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। তিনি দীর্ঘকাল সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯০৭ সালে, তিনি 'স্বদেশমিত্রান' এর পরে তামিল সাপ্তাহিক 'ইন্ডিয়া' এবং ইংরেজি পত্রিকা 'বাল ভারত'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে থাকেন। তাঁর গান তামিলদের চেতনা-বোধ জাগ্রত করেছিল। 'ইন্ডিয়া' ছিল তামিলনাড়ুর প্রথম পত্রিকা যা রাজনৈতিক কার্টুন প্রকাশ করে।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি পুদুচেরিতে থাকতেন এবং 'ইন্ডিয়া' পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হত। এই সময়ে, তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায় এবং ভি.ভি.এস.আইয়ারের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রী অরবিন্দ তাঁকে বেদ শিক্ষা দেন। ভারতী 'বিজয়া' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল। ব্রিটিশ রাজ তাঁর লেখার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ১৯১০ সালে তিনি ভারতে 'ইন্ডিয়া' এবং 'বিজয়া' বন্ধ করতে বাধ্য হন। ১৯২১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বদলে দিয়েছিলেন। গত বছর তাঁর মৃত্যুর শতবার্ষিকীতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সম্মানে একটি 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ●

PMO India @PMOIndia
India is setting an example for the world when it comes to renewable energy.

Rajnath Singh @rajnathsingh
The gap between internal & external security is narrowing. Concerted international efforts are needed to counter emerging threats like cyber-attacks & information warfare.

India believes in a multi-aligned policy, not a world order where few are considered superior to others.

Amit Shah @AmitShah
Central govt led by PM Shri @narendramodi Ji is committed to protecting and promoting all Indian languages.
Tamil is one of the oldest languages in the world. Today, I suggested to the Tamil Nadu govt the necessity of teaching engineering & medical courses in the Tamil language.

Nitin Gadkari @nitin_gadkari
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Government under the visionary leadership of PM Shri @narendramodi Ji has proactively pursued the welfare and development of our tribal communities and groups.
#JanjatiyaGauravDivas2022
#JanjatiyaGauravDivas

Dr. S. Jaishankar @DrSJaishankar
Combination of changes in political standing, economic weight, technology capabilities, cultural influence & successes of our diaspora is moving India into a higher orbit.
Big issues of our times cannot be solved without India's contribution or participation.

Jyotiraditya M. Scindia @J...
After 68 years, the NE region is not just witnessing air connectivity, but is now a "priority region" under the PM's #Udan vision. From airports opening up for the first time to Made in India aircraft plying on routes, NE is the new protagonist of India's civil aviation story.

PM in Bali, to hold talks on 'key challenges' facing the world

At G20 meet, global growth, food, energy security, environment part of agenda

SHUBHAJIT ROY

PM Modi with Indonesian Home Minister Tito Karnavian (right) at Bali airport on Monday. PTI

Modi calls for ceasefire & return to path of diplomacy in Ukraine

Says need of the hour was to show concrete and collective resolve to ensure peace, harmony and security in the world

PM meets Biden, discusses bilateral ties; also meets Sunak

India invites world community to be part of LiFE

Govt has spent ₹10-lakh cr to reach affordable fertilisers to farmers: PM

FARM BOOST. Dedicates urea plant at Ramagundam, no plan to privatise Singareni collieries, says Modi

PM: New airports to boost biz potential & job opportunities

Conflicts or climate crisis, Mahatma's ideas relevant

PM Modi to unveil logo, theme & website of India's G20 Presidency

RNI No.: DELBEN/2020/78825
December: 1-15, 2022

NEW INDIA SAMACHAR FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance Fortnightly (Publishing November 19, 2022, Pages -44)

নৌবাহিনী দিবস- ৪ ডিসেম্বর

নৌবাহিনী স্বয়ংসম্পূর্ণতার ইতিহাস রচনা করেছে

১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়, ভারতীয় নৌবাহিনী পাকিস্তানি নৌ ঘাঁটি ধ্বংস করতে সফল হয়েছিল। দেশের প্রথম বিশাখাপত্তনম স্মার্ট শিপইয়ার্ড 'গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার' আইএনএস মাইসোরকে উন্নত করবে, নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। নৌবাহিনী ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং এটি বর্তমানে প্রায় ৯০% দেশীয় প্রযুক্তি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করে। এই বছর, ভারতের নৌবাহিনী তার প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত পেয়েছে এবং দাসত্বের পরিচয় মুছে একটি নতুন দেশীয় পতাকার সূচনা করেছে।

> আমি নিশ্চিত যে ভারতীয়ত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই নতুন পতাকা ভারতীয় নৌবাহিনীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাকে নতুন শক্তি প্রদান করবে।
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

নতুন পতাকা

উপরের বাম কোণে ভারতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য। পুরো পটভূমি সাদা। পতাকার ডানদিকে একটি নীল পটভূমি এবং দুটি সীমা-সহ একটি অষ্টভুজ রয়েছে, সেটির সোনালি রঙের সীমার মধ্যে রয়েছে জাতীয় প্রতীক। অষ্টভুজের ভিতরে দেবনাগরী লিপিতে লেখা আছে 'শং ন বরুণঃ' এর অর্থ হল 'জলের দেবতা বরুণ আমাদের জন্য শুভ হোক'।

ভারতীয় নৌ বাহিনীর পতাকা পাঁচবার পাল্টেছে

Editor in Chief
Satyendra Prakash, Principal Director General, Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by:
Manish Desai, Director General, on behalf of **Central Bureau Of Communication**

Published from:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at
Infinity Advertising services Pvt.Ltd. FBD-One Corporate Park, 10th floor, New Delhi-Faridabad border, NH-1, Faridabad-121003